জামালপুর সীড্স

ক্যাটালগ-২০২৬

আমাদের সম্পর্কে

জামালপুর সীড্‌স একটি শীর্ষস্থানীয় বাংলাদেশি বীজ কোম্পানি। আমাদের সুস্পষ্ট লক্ষ্য বাংলাদেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং কৃষকের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনা। প্রতিষ্ঠাতা মজিবুর রহমান ২০০৪ সালে জামালপুর সীড্‌স কোম্পানির যাত্রা শুরু করেন। সেই থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশে এফ১ হাইব্রিড শাকসবজি এবং ফলের বীজ বিতরণ ও সম্প্রসারণে বিভিন্ন এশীয় কোম্পানির সহযোগিতায় একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

আমাদের কার্যক্রমের মূল ভিত্তি হলো আমাদের গবেষণা এবং উন্নয়ন নির্ভর (রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) পরীক্ষা খামার, যেখানে আমরা বাংলাদেশের জলবায়ুর পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় জাতগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করি। সর্বোচ্চ ফলন এবং কৃষকের আর্থিক লাভ নিশ্চিত করে, এমন সর্বোৎকৃষ্ট বীজ এবং পরীক্ষিত জাতগুলো বাজারজাতকরণে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন পুষ্টিচাহিদাকে বিবেচনায় রেখে একটি উৎপাদনশীল ও ঘাতসহ কৃষিখাত বজায় রাখতে সহযোগিতা করে যাওয়া।

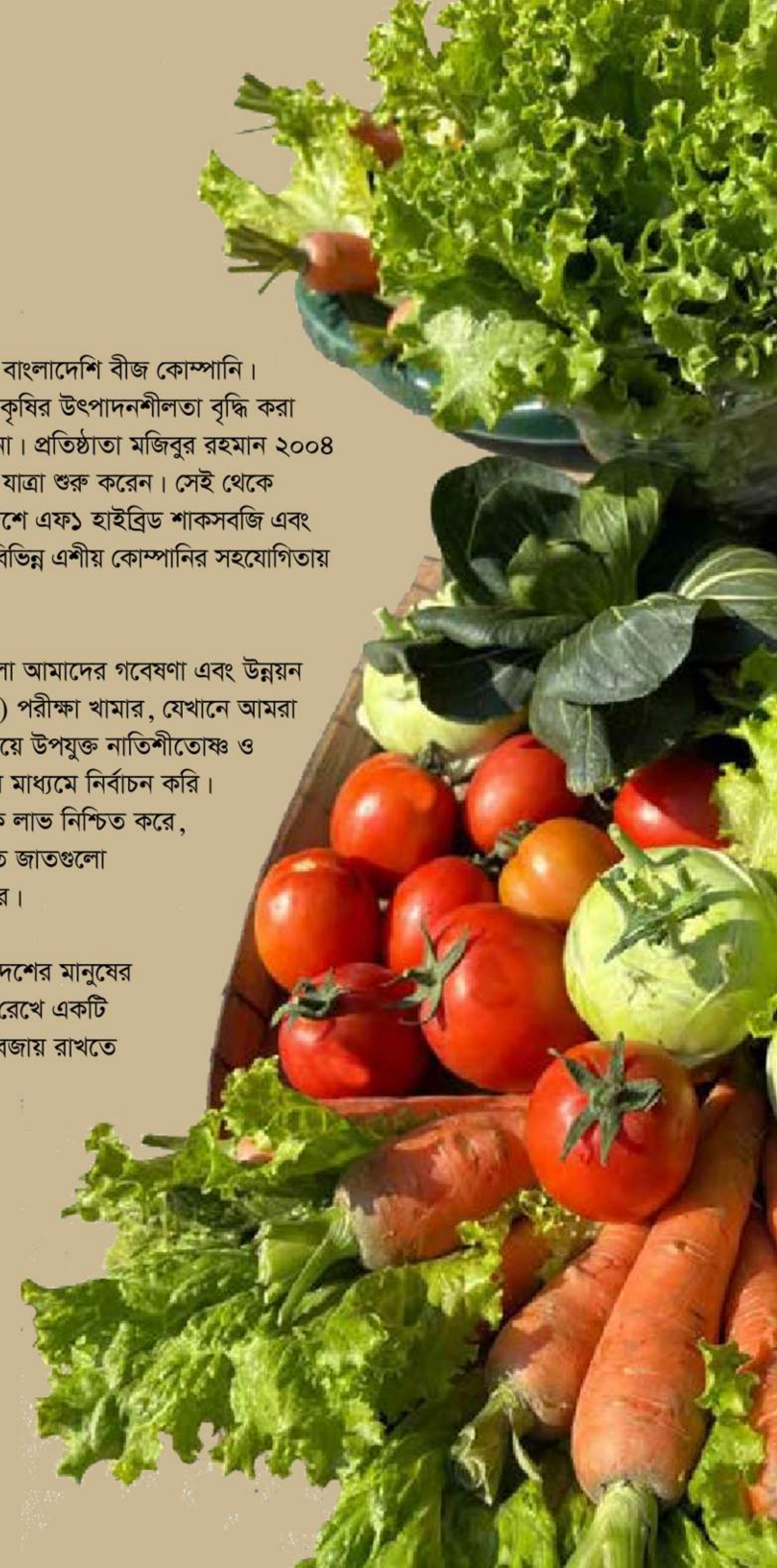

CHIA TAI SEED
Zillion Seed
RUPOSHI PLUS
LOVELY
SUPER
BINDHU
JUMBO
GOOD BOY
GREEN ROD
Red Ruby
RIA ROUND
ROHINEE
RUNNER
BUMPER
Rocket Plus
BIG GREEN
ALL ROUNDER
BANGKOK PLUS
GREEN SUPER

সূচিপত্র

মরিচ ও ক্যাপসিকাম (*Capsicum annuum*)	১
টমেটো (*Solanum lycopersicum*)	৪
বেগুন (*Solanum melongena*)	৭
ফুলকপি (*Brassica oleracea var. botrytis*)	১০
ব্রোকলি (*Brassica oleracea var. italica*)	১৪
বাঁধাকপি (*Brassica oleracea var. capitata*)	১৬
চাইনিজ ক্যাবেজ (*Brassica rapa subsp. pekinensis*)	১৮
লাল বাঁধাকপি (*Brassica oleracea var. capitata f. rubra*)	১৮
তরমুজ (*Citrullus lanatus*)	১৯
মেলন (*Cucumis melo*)	২২
শসা (*Cucumis sativus*)	২৪
মিষ্টিকুমড়া (*Cucurbita maxima, Cucurbita moschata*)	২৮
চিচিঙ্গা (*Trichosanthes cucumerina*)	৩২
চালকুমড়া (*Benincasa hispida*)	৩৪
লাউ (*Lagenaria siceraria*)	৩৬
করলা ও উচ্ছে (*Momordica charantia L.*)	৩৮
ঝিঙা (*Luffa acutangula*)	৪২
ধুন্দল (*Luffa aegyptiaca*)	৪৪
বরবটি (*Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis*)	৪৮
মূলা (*Raphanus sativus*)	৫০
চাইনিজ মূলা (*Raphanus sativus var. longipinnatus*)	৫০
ওলকপি (*Brassica oleracea Gongylodes Group*)	৫০
সুইট কর্ন (*Zea mays convar. saccharata var. rugosa*)	৫৪
পেঁপে (*Carica papaya*)	৫৪
গাঁদা ফুল (*Tagetes erecta*)	৫৫
ঢেঁড়স (*Abelmoschus esculentus*)	৫৬
গাজর (*Daucus carota subsp. sativus*)	৫৬
লেটুস (*Lactuca sativa*)	৫৭
বাটিশাক (*Brassica rapa subsp. chinensis*)	৫৭

মরিচ ও ক্যাপসিকাম

(Capsicum annuum)

মরিচ একটি বহুল ব্যবহৃত সবজি। এটি কাঁচা ও শুকনা দুইভাবেই খাওয়া হয় এবং রান্নায় ঝাঁজ ও স্বাদ বাড়াতে ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ উপাদান থাকে।

হাইব্রিড মরিচ হট স্টার

বারোমাসি, মাঝারি আকৃতির গাঢ় সবুজ রঙের কাঁচা মরিচ, ওজনে ১৩-১৫ গ্রাম, ফলের আকার ১.৫ x ১১ সেমি, পাকা মরিচ লাল হয়। মরিচ ঝাল, উচ্চ ফলনশীল। গাছ শক্তিশালী ও দ্রুতবর্ধনশীল। চারা রোপণের ৫০ দিনের মধ্যে ফলন হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০ দিন	১৩-১৫ গ্রাম

হাইব্রিড মরিচ বালিজুরী

উচ্চ তাপ, বৃষ্টি, রোগ সহনশীল, অতি উত্তম ফল ধারণ ক্ষমতা, খুব ঝাল, ওজন ৭-৯ গ্রাম, লম্বায় ১০-১২ সেমি। কাঁচা মরিচ উজ্জ্বল সবুজ ও পাকা মরিচ আকর্ষণীয় লাল রঙের, সহজেই শুকানো যায়। রোপণের ৫০ দিনের মধ্যে ফলন হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০ দিন	৭-৯ গ্রাম

হাইব্রিড মরিচ বেঙ্গল হট

বারোমাসি, কাঁচা মরিচ উজ্জ্বল সবুজ, লম্বায় ৪ ইঞ্চি, ওজন ৫ গ্রাম, মরিচ খুব ঝাল। একটানা দীর্ঘদিন ফলন দেয়, শুকনা মরিচের জন্য উত্তম। চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর কাঁচা মরিচ উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০-৫৫ দিন	৫ গ্রাম

হাইব্রিড মরিচ মোহনা-২

বারোমাসি, তবে শীতকালে উৎকৃষ্ট ফলন হয়। গাছ বড়ো, শক্তিশালী ও দ্রুতবর্ধনশীল, অধিক রোগপ্রতিরোধী। কাঁচা মরিচ উজ্জ্বল সবুজ, মরিচের আকার ১০-১২ সেমি, খুব ঝাল। পাকা মরিচ সহজেই শুকানো যায়। চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০-৫৫ দিন	৮-১০ গ্রাম

হাইব্রিড মরিচ সাইয়াম হট

বারোমাসি, তবে গরম ও বর্ষাকালের জন্য অতি উপযোগী। মরিচ উজ্জ্বল সবুজ, লম্বায় ৪-৫ ইঞ্চি, খুব বেশি ঝাল। গাছ অনেক বড়ো, দীর্ঘদিন ফলন দেয়, রোগব্যাধি সহনশীল, কাঁচা ও শুকনা উভয়ভাবে ব্যবহারযোগ্য। চারা রোপণের ৫৫-৬৫ দিন পর কাঁচা মরিচ উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫৫-৬৫ দিন	৮-১০ গ্রাম

হাইব্রিড মরিচ থাই হট

বারোমাসি, তবে গরমকালে জন্য অতি উপযোগী। মরিচ গাঢ় সবুজ, লম্বায় ৫ ইঞ্চি, ওজন ৯-১০ গ্রাম, গাছ অনেক বড়ো, দীর্ঘদিন ফলন দেয়, খুব বেশি ঝাল, রোগ সহনশীল, কাঁচা ও শুকনা উভয়ভাবে ব্যবহারযোগ্য। চারা রোপণের ৫০ দিন পর কাঁচা মরিচ উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০ দিন	৯-১০ গ্রাম

বীজের পরিমাণ: মরিচের জন্য একরপ্রতি প্রায় ৬০—৭০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজতলা: মরিচের জন্য ১০ ফুট X ৩ ফুট মাপের বীজতলায় প্রায় ১০ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়।

চারার বয়স: ২০—২৫ দিন বয়সের চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত।

চারা রোপণের দূরত্ব: মরিচের চারা সাধারণভাবে ৩ ফুট X ২.৫ ফুট দূরত্বে লাগানো হয়। তবে মরিচ সাইয়াম হট ৩ ফুট X ৩ ফুট দূরত্বে রোপণ করতে হয়।

সার প্রয়োগ: মরিচ চাষে পাশের টেবিলে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	৮-১০ টন	১০০ কেজি
ইউরিয়া	১২০ কেজি	১২০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ কেজি	১০০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

*চারা রোপণের পর পরিপক্বতা

হাইব্রিড মরিচ বিন্দু

বর্ষাকালীন জাত, কাঁচা মরিচ উজ্জ্বল সবুজ, প্রচণ্ড ঝাল, ওজন ৩-৪ গ্রাম, লম্বায় ৭-৮ সেমি। গাছ বড়ো হয়, একটানা দীর্ঘদিন ফলন দেয়। শুকনা মরিচের জন্য অতি উত্তম। চারা রোপণের মাত্র ৫০ দিন পর কাঁচা মরিচ উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বর্ষাকাল	৫০ দিন	৩-৪ গ্রাম

হাইব্রিড মরিচ মোহনা

বারোমাসি, কাঁচা মরিচের রং সবুজ, লম্বায় ৫ ইঞ্চি, ওজন ১০ গ্রাম, ঝাল। গাছ বড়ো হয়, একটানা দীর্ঘদিন ফলন দেয়। চারা রোপণের মাত্র ৫০-৫৫ দিন পর থেকে কাঁচা মরিচ উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০-৫৫ দিন	১০ গ্রাম

হাইব্রিড ক্যাপসিকাম গ্রীন বেল

শীতকালীন জাত। উচ্চ ফলনশীল, তাপসহনশীল জাত। শক্তিশালী ঝোপালো গাছ, প্রতিটি ফলের ৩—৪টি লুব (ভাঁজ) থাকে, আকারে ৮—১০ সেমি, স্নিগ্ধ সবুজ রঙের। চারা রোপণের ৬৫ দিনের মধ্যে ক্যাপসিকাম সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
শীতকাল	৬৫ দিন	২০০ গ্রাম+

চাষ ও সার প্রয়োগ: জমি ভালোভাবে চাষ করে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে এবং ভালোভাবে আগাছামুক্ত করতে হবে। শেষ চাষের সময় উল্লিখিত টিএসপি, এমপি সারের অর্ধেক পরিমাণ জিপসাম, দস্তা ও সোহাগা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার দিতে হবে। টিএসপি সারের সাথে দস্তা সার দেওয়া যাবে না।

উপরি সার প্রয়োগ: চারা রোপণের ৮—১২ দিন পর থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর উল্লিখিত ইউরিয়া সারের সাথে ইউরিয়ার অর্ধেক পরিমাণ এমপি এবং এমপি সারের অর্ধেক পরিমাণ টিএসপি প্রয়োগ করলে গাছের জীবনকাল বৃদ্ধি পায় এবং উত্তম ও অধিক ফলন পাওয়া যায়। বেড তৈরি করে চারা রোপণ করলে পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা: আমাদের জাতগুলো অত্যন্ত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সহনশীল। বৈরী আবহাওয়া থাকলে চারা রোপণের ৮—১০ দিন পর থেকে ১০ দিন পরপর শীত ও শুষ্ক মৌসুমে মেনকোজেব + মেটালেক্সিল (রিডোমিল গোল্ড) ও মাকড়নাশক (থিওভিট) পরিমাণমতো বিকালবেলা স্প্রে করলে গাছ রোগমুক্ত থাকবে এবং ফলন বেশি হবে। লেট ব্লাইট রোগ দেখা দিলে সপ্তাহে দুইদিন রিডোমিল গোল্ড বিকালবেলা স্প্রে করে দিতে হবে।

ছাঁটাই: গাছের ব্রাঞ্চিং স্থান থেকে, অর্থাৎ যেখান থেকে ইংরেজি V-এর মতো হয়ে গাছের প্রধান দুটি শাখা বের হয়, তার নিচের পাতার ফাঁকে যে কুশি বের হয়, তা ছোটো অবস্থায় কেটে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়, ফলন বাড়ে এবং ফল বড়ো হয়। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে প্রধান কাণ্ড ভেঙে না যায়।

ফুল/ফল ছাঁটাই: গাছে প্রথম যে ফুল বা ফল আসে, তার ২—৩টি ছোটো অবস্থায় ছিঁড়ে ফেললে ফলন অনেক বেড়ে যায়। খুঁটি বেঁধে বা মাচা দিয়ে চাষ করলে ফলন বেশি হয় এবং ফল উন্নতমানের হয়।

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্বতা	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড মরিচ হট স্টার	বারোমাস	চারা রোপণের ৫০ দিনের মধ্যে	১৩-১৫ গ্রাম	মরিচ ঝাল, উচ্চ ফলনশীল
হাইব্রিড মরিচ বালিজুরী	বারোমাস	চারা রোপণের ৫০ দিনের মধ্যে	৭-৯ গ্রাম	উচ্চ তাপ, বৃষ্টি, রোগব্যাধি সহনশীল জাত
হাইব্রিড মরিচ বেঙ্গল হট	বারোমাস	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	৫ গ্রাম	একটানা দীর্ঘদিন যাবৎ ফলন দিতে থাকে, শুকনা মরিচের জন্য উত্তম
হাইব্রিড মরিচ বিন্দু	বর্ষাকাল	চারা রোপণের ৫০ দিন পর	৩-৪ গ্রাম	একটানা দীর্ঘদিন যাবৎ ফলন দিতে থাকে, শুকনা মরিচের জন্য উত্তম
হাইব্রিড মরিচ মোহনা	বারোমাস	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	১০ গ্রাম	একটানা দীর্ঘদিন যাবৎ ফলন দিতে থাকে
হাইব্রিড মরিচ মোহনা-২	বারোমাস, তবে শীতকালের জন্য উত্তম	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে	৮-১০ গ্রাম	মরিচ খুব ঝাল, পাকা মরিচ সহজেই শুকানো যায়
হাইব্রিড মরিচ সাইয়াম হট	বারোমাস, তবে গরম ও বর্ষাকালের জন্য উত্তম	চারা রোপণের ৫৫-৬৫ দিন পর	৮-১০ গ্রাম	রোগব্যাধি সহনশীল, কাঁচা ও শুকনা উভয়ভাবে ব্যবহার করা যায়
হাইব্রিড মরিচ থাই হট	বারোমাস, তবে গরমকালের জন্য উত্তম	চারা রোপণের ৫০ দিন পর	৯-১০ গ্রাম	রোগব্যাধি সহনশীল, কাঁচা ও শুকনা উভয়ভাবে ব্যবহার করা যায়
হাইব্রিড ক্যাপসিকাম গ্রীন বেল	শীতকাল	চারা রোপণের ৬৫ দিনের মধ্যে	২০০ গ্রাম+	তাপ-সহনশীল শক্তিশালী ঝোপালো গাছ

*চারা রোপণের পর পরিপক্বতা

টমেটো
(Solanum lycopersicum)

টমেটো একটি জনপ্রিয় সবজি। এটি পাকা অবস্থায় সাধারণত লাল রঙের হয় এবং স্বাদে টক-মিষ্টি। রান্না, সালাদ, সস ও নানা মুখরোচক খাবার তৈরিতে এটি ব্যবহার করা হয়। এতে ভিটামিন সি-সহ উপকারী বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান ভরপুর।

হাইব্রিড টমেটো বিউটিফুল

বারোমাসি, উচ্চ ফলনশীল জাত, টমেটো শক্ত ও ডিম্বাকার, ওজনে ১৫০ গ্রাম। অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন, সংরক্ষণ উপযোগী এবং নির্বিঘ্নে দূরে পরিবহণযোগ্য। উচ্চ তাপ ও TYLCV ভাইরাস সহনশীল। গাছ মাঝারি, ঢলে পড়ে মরে না। চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর থেকে টমেটো পাকে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০-৫৫ দিন	১৫০ গ্রাম

হাইব্রিড টমেটো বিউটিফুল-২

বারোমাসি, উচ্চ ফলনশীল, গাছ মাঝারি আকৃতির, টমেটো ডিম্বাকৃতির, রং লাল। BW, FW, LB ও TYLCV ভাইরাস সহনশীল। টমেটো শক্ত, সংরক্ষণ উপযোগী এবং দূরে পরিবহণযোগ্য। চারা রোপণের ৬৫ দিন পর থেকে টমেটো পাকে। ওজন ১৩৫ গ্রাম।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬৫ দিন	১৩৫ গ্রাম

হাইব্রিড টমেটো সুমো

শক্তিশালী, দ্রুতবর্ধনশীল, রোগপ্রতিরোধী জাত, গাছ মাঝারি আকারের। নভেম্বর মাসে বীজ বপন করে চাষ করলে উত্তম ফলন হয়। টমেটো ভরাট ও মজবুত, টক স্বাদের। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ উপযোগী ও দূরে পরিবহণযোগ্য। টমেটোর ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
নভেম্বর	৭০ দিন	২০০-২৫০ গ্রাম

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড টমেটো বিউটিফুল	বারোমাস	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	১৫০ গ্রাম	এটি উচ্চ তাপ, BW, FW, ও TYLCV সহনশীল
হাইব্রিড টমেটো বিউটিফুল-২	বারোমাস	চারা রোপণের ৬৫ দিন পর	১৩৫ গ্রাম	BW, FW, TYLCV ও LB ভাইরাস সহনশীল
হাইব্রিড টমেটো সুমো	নভেম্বর	চারা রোপণের ৭০ দিনের মধ্যে	২০০-২৫০ গ্রাম	দীর্ঘদিন সংরক্ষণ উপযোগী ও দূরে পরিবহণ করা যায়
হাইব্রিড টমেটো ওয়ান্ডারফুল প্লাস	আগস্ট থেকে নভেম্বর	চারা রোপণের ৭০ দিনের মধ্যে	১৫০ গ্রাম+	BW, FW, LB, TYLCV-সহ অতি রোগপ্রতিরোধী, গাছ ১২ ফুট লম্বা
হাইব্রিড টমেটো রুপসী প্লাস	আগস্ট থেকে অক্টোবর	চারা রোপণের ৫৫ দিনের মধ্যে	১১০ গ্রাম	TYLCV-সহ রোগপ্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত
হাইব্রিড টমেটো গোল্ডেন চেরী	আগস্ট থেকে অক্টোবর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	২৮-৩০ গ্রাম	BW ও TYLCV ভাইরাস সহনশীল
হাইব্রিড টমেটো প্রফিট আর্লী	মে থেকে আগস্ট	চারা রোপণের ৫০ দিন পর	১৩৫ গ্রাম	TYLCV ও TM ভাইরাস সহনশীল
হাইব্রিড টমেটো রেড চেরী	আগস্ট থেকে অক্টোবর	চারা রোপণের ৪৫ দিনের মধ্যে	২০-২২ গ্রাম	উচ্চ ফলনশীল
হাইব্রিড টমেটো রেড কিং	গ্রীষ্মকাল	চারা রোপণের ৬০ দিন পর	১০০ গ্রাম	BW ও TYLCV ভাইরাস সহনশীল
হাইব্রিড টমেটো লাভলী	আগস্ট থেকে অক্টোবর	চারা রোপণের ৫০ দিন পর	১৩০ গ্রাম	অতি উচ্চ ফলনশীল, নিমাটোড, ঢলে পড়া ও TYLCV সহনশীল
হাইব্রিড টমেটো রেড বিউটি-১	গ্রীষ্মকাল	চারা রোপণের ৫০-৬৫ দিন পর	১৩৫ গ্রাম	গরম ও বৃষ্টি সহনশীল, দূরে পরিবহণ করা যায়
হাইব্রিড টমেটো সুপার	জুলাই থেকে অক্টোবর	চারা রোপণের ৫৫-৬৬ দিন পর	১৫০-২০০ গ্রাম	দীর্ঘদিন ফলন দেয়, BW ও TMV সহনশীল, গাছ ১২ ফুট লম্বা
হাইব্রিড টমেটো সুপার প্লাস	আগস্ট থেকে নভেম্বর	চারা রোপণের ৬৫ দিনের মধ্যে	১৩০ গ্রাম	BW, FW, TYLCV-সহ অতি রোগপ্রতিরোধী

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

হাইব্রিড টমেটো ওয়ান্ডারফুল প্লাস

শক্তিশালী, দ্রুতবর্ধনশীল উচ্চ ফলনশীল জাত, গাছ মাঝারি আকারের থেকে লম্বা। BW, FW, LB, TYLCV-সহ অন্যান্য রোগপ্রতিরোধী জাত। টমেটো ভরাট ও মজবুত। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ উপযোগী ও দূরে পরিবহণযোগ্য, সালাদের জন্য উপযোগী। চারা রোপণের ৭০ দিনের মধ্যে টমেটো সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
আগস্ট-নভেম্বর	৭০ দিন	১৫০ গ্রাম+

হাইব্রিড টমেটো রুপসী প্লাস

উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত, শক্তিশালী, দ্রুতবর্ধনশীল, উচ্চ তাপ, BW, TYLCV-সহ রোগপ্রতিরোধী, গাছ খাটো আকারের। টমেটো ভরাট, দীর্ঘদিন সংরক্ষণ উপযোগী ও দূরে পরিবহণযোগ্য। চারা রোপণের ৫৫ দিনের মধ্যে ১১০ গ্রাম ওজনের টমেটো সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
আগস্ট-অক্টোবর	৫৫ দিন	১১০ গ্রাম

হাইব্রিড টমেটো গোল্ডেন চেরী

ফল লম্বাটে গোলাকার, প্রতি থোকায় ১৪টির মতো ফল হয় এবং খুব জমাট থাকে। BW ও TYLCV ভাইরাস সহনশীল। ওজন ২৮-৩০ গ্রাম। চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর ফল আসে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
আগস্ট-অক্টোবর	৫০-৫৫ দিন	২৮-৩০ গ্রাম

হাইব্রিড টমেটো প্রফিট আর্লি

আধুনিক জাত, গাছ খাটো। ঢলে পড়া, TYLCV ও TM ভাইরাস সহনশীল, টমেটো ডিম্বাকৃতির, ওজন ১৩৫ গ্রাম, শক্ত, দূরে চালান করা যায়, চারা রোপণের মাত্র ৫০ দিন পর পাকা শুরু করে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
মে-আগস্ট	৫০ দিন	১৩৫ গ্রাম

হাইব্রিড টমেটো রেড চেরী

ফল লম্বাটে, উচ্চ ফলনশীল (প্রতি থোকায় ১৬-১৮টি ফল হয়), ফল শক্ত হয় এবং দীর্ঘদিন সংগ্রহ করা যায়। মিষ্টি স্বাদযুক্ত, উজ্জ্বল লাল বর্ণের, ওজন ২০-২২ গ্রাম। চারা রোপণের ৪৫ দিনের মধ্যে ফল আসে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
আগস্ট-অক্টোবর	৪৫ দিন	২০-২২ গ্রাম

হাইব্রিড টমেটো রেড কিং

গ্রীষ্মকালীন আগাম জাত, উচ্চ ফলনশীল, গাছ বড়ো। চ্যাপটা, গোলাকার, খুব শক্ত, উজ্জ্বল লাল রঙের, টক স্বাদ। BW ও TYLCV ভাইরাস সহনশীল। চারা রোপণের ৬০ দিন পর থেকে টমেটো পাকে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
গ্রীষ্মকাল	৬০ দিন	১০০ গ্রাম

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

হাইব্রিড টমেটো লাভলী

অত্যাধুনিক, অতি উচ্চ ফলনশীল জাত, টমেটো লম্বাটে গোলাকার, টকটকে লাল, গাছ মাঝা-রি। শক্ত, দূরে পরিবহণ করা যায়। নিমাটোড, ঢলে পড়া ও TYLCV ভাইরাস সহনশীল। চারা রোপণের মাত্র ৫০ দিন পর টমেটো পাকে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
আগস্ট-অক্টোবর	৫০ দিন	১৩০ গ্রাম

হাইব্রিড টমেটো রেড বিউটি-১

গাছ মাঝারি, টমেটো গোলাকার, খুব শক্ত, দূরে পরিবহণ করা যায়। ওজন ১৩৫ গ্রাম, চারা রোপণের ৫০-৬৫ দিন পর টমেটো পাকা শুরু হয়। গরম, বৃষ্টি, BW, ও TYLCV সহনশীল। টক স্বাদবিশিষ্ট। গ্রীষ্মকালীন জাত।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
গ্রীষ্মকাল	৫০-৬৫ দিন	১৩৫ গ্রাম

হাইব্রিড টমেটো সুপার

টমেটো ডিম্বাকৃতির, টকটকে লাল, ওজনে ১৫০-২০০ গ্রাম, খুব শক্ত, দূরে পরিবহণ করা যায়। দীর্ঘ দিন ফলন পাওয়া যায়, বৃষ্টি ও গরম সহনশীল। গাছ লম্বায় ৭-৮ ফুট, ঢলে পড়ে মরে না। রোপণের ৫৫-৬৬ দিন পর থেকে টমেটো পাকে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
জুলাই-অক্টোবর	৫৫-৬৬ দিন	১৫০-২০০ গ্রাম

হাইব্রিড টমেটো সুপার প্লাস

দ্রুতবর্ধনশীল, শক্তিশালী, উচ্চ ফলনশীল জাত, গাছ মাঝারি আকারের । BW, FW, TYLCV-সহ অতি রোগপ্রতিরোধী, উচ্চ তাপ সহনশীল জাত। টমেটো ভরাট ও মজবুত, দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও দূরে পরিবহণযোগ্য, সালাদের জন্য উপযোগী। চারা রোপণের ৬৫ দিনের মধ্যে টমেটো সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
আগস্ট-নভেম্বর	৬৫ দিন	১৩০ গ্রাম

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	৮-১০ টন	১০০ কেজি
ইউরিয়া	১২০ কেজি	১২০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ কেজি	১০০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

*চারা রোপণের পর পরিপক্বতা

বীজের পরিমাণ: টমেটো চাষের জন্য একরপ্রতি প্রায় ৩০–৪০ গ্রাম বীজ লাগে।

বীজতলা: টমেটোর ক্ষেত্রে ১০ ফুট X ৩ ফুট মাপের বীজতলায় ৫ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়।

চারার বয়স: ২০–২৫ দিন বয়সের চারা রোপণের উপযোগী।

চারা রোপণের দূরত্ব: টমেটোর চারা ৩ ফুট X ২.৫ ফুট দূরত্বে লাগাতে হয়।

সার প্রয়োগ: টমেটো চাষে নিচের টেবিলে উল্লিখিত সার ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম।

চাষ ও সার প্রয়োগ: জমি ভালোভাবে চাষ করে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে এবং ভালোভাবে আগাছামুক্ত করতে হবে। শেষ চাষের সময় উল্লিখিত টিএসপি, এমপি সারের অর্ধেক পরিমাণ জিপসাম, দস্তা ও সোহাগা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার দিতে হবে। টিএসপি সারের সাথে দস্তা সার একসাথে দেওয়া যাবে না।

উপরি সার প্রয়োগ: চারা রোপণের ৮–১২ দিন পর থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর উল্লিখিত ইউরিয়া সারের সাথে ইউরিয়ার অর্ধেক পরিমাণ এমপি এবং এমপি সারের অর্ধেক পরিমাণ টিএসপি প্রয়োগ করলে গাছের জীবনকাল বৃদ্ধি পায় এবং উত্তম ও অধিক ফলন পাওয়া যায়। বেড তৈরি করে চারা রোপণ করলে পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা: আমাদের জাতগুলো অত্যন্ত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সহনশীল। বৈরী আবহাওয়া থাকলে চারা রোপণের ৮–১০ দিন পর থেকে ১০ দিন পরপর শীত ও শুষ্ক মৌসুমে মেনকোজেব + মেটালেক্সিল (রিডোমিল গোল্ড) ও মাকড়নাশক (থিওভিট) পরিমাণমতো বিকালবেলা স্প্রে করলে গাছ রোগমুক্ত থাকবে এবং ফলন বেশি হবে। লেট ব্লাইট রোগ দেখা দিলে সপ্তাহে দুইদিন রিডোমিল গোল্ড বিকালবেলা স্প্রে করে দিতে হবে।

ছাঁটাই: গাছের ব্রাঞ্চিং স্থান থেকে, অর্থাৎ যেখান থেকে ইংরেজি V এর মতো হয়ে গাছের প্রধান দুটি শাখা বের হয়, তার নিচের পাতার ফাঁকে যে কুশি বের হয়, তা ছোটো অবস্থায় কেটে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়, ফলন বাড়ে এবং ফল বড়ো হয়। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রধান কাণ্ড ভেঙে না যায়।

ফুল/ফল ছাঁটাই: গাছে প্রথম যে ফুল বা ফল আসে, তার ২–৩টি ছোটো অবস্থায় ছিঁড়ে ফেললে ফলন অনেক বেড়ে যায়। খুঁটি বেঁধে বা মাচা দিয়ে চাষ করলে ফলন বেশি হয় এবং ফল উন্নতমানের হয়।

বেগুন

(Solanum melongena)

বেগুন একটি জনপ্রিয় সবজি। এটি বিভিন্ন রঙের হতে পারে, তবে সাধারণত বেগুনি বা সবুজ বেশি দেখা যায়। ভাজি, তরকারি, ভর্তা ও অন্যান্য রান্নায় এটি বহুল ব্যবহৃত হয়। এতে নানা পুষ্টিগুণ রয়েছে।

হাইব্রিড বেগুন চমক

বেগুন লম্বায় ৯-১০ ইঞ্চি, ৪-৫টি বেগুনে এক কেজি হয়, রং চকচকে বেগুনি, চারা রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর বেগুন উঠানো শুরু করা যায়। গাছ বড়ো, ডালপালা বহুল, বারোমাসি জাত তবে জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চাষের জন্য উত্তম সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৪৫-৫০ দিন	২০০-২৫০ গ্রাম

হাইব্রিড বেগুন লং ব্ল্যাক

বারোমাসি, ঢলে পড়ে মরে না, সহজে ফলে, দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়, রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনি, লম্বা ৭-৮ ইঞ্চি, ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম, চারা রোপণের ৪৫ দিন পর বেগুন উঠানো শুরু করা যায়। প্রতি ছড়ায় ২টি করে বেগুন ধরে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৪৫ দিন	১৫০-২০০ গ্রাম

হাইব্রিড বেগুন গ্রীন সুপার

বারোমাসি, ঢলে পড়ে মরে না, বেগুন গোলাকার, সবুজ, সাদা রেখাযুক্ত, ওজন গ্রীষ্মকালে ২০০-২৫০ গ্রাম, শীতকালে ৩০০-৪০০ গ্রাম, চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর থেকে বেগুন উঠানো শুরু করা যায়, দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০-৫৫ দিন	২০০-৪০০ গ্রাম

বীজের পরিমাণ: বেগুনের জন্য একরপ্রতি প্রায় ৬০—৭০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজতলা: বেগুনের জন্য ১০ ফুট x ৩ ফুট মাপের বীজতলায় প্রায় ১০ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়।

চারার বয়স: ২০—২৫ দিন বয়সের চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত।

চারা রোপণের দূরত্ব: বেগুনের চারা সাধারণভাবে ৩ ফুট x ৩ ফুট দূরত্বে লাগানো হয়।

সার প্রয়োগ: বেগুন চাষে টেবিলে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম।

চাষ ও সার প্রয়োগ: জমি ভালোভাবে চাষ করে মাটি মিহি করতে হবে এবং ভালোভাবে আগাছামুক্ত করতে হবে। শেষ চাষের সময় উল্লিখিত টিএসপি, এমপি সারের অর্ধেক পরিমাণ জিপসাম, দস্তা ও সোহাগা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার দিতে হবে। টিএসপি সারের সাথে দস্তা সার দেওয়া যাবে না।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	৮-১০ টন	১০০ কেজি
ইউরিয়া	১২০ কেজি	১২০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ কেজি	১০০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

সার প্রয়োগে কৃষি অধিদপ্তরের বিধি অনুসরণ করুন।

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড বেগুন চমক	বারোমাস, জুলাই-অক্টোবরের জন্য উত্তম	চারা রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর	২০০-২৫০ গ্রাম	রং চকচকে বেগুনি
হাইব্রিড বেগুন লং ব্ল্যাক	বারোমাস	চারা রোপণের ৪৫ দিন পর	১৫০-২০০ গ্রাম	দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়, রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনি, BW সহনশীল
হাইব্রিড বেগুন গ্রীন সুপার	বারোমাস	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	২০০-৪০০ গ্রাম	দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়, BW সহনশীল
হাইব্রিড বেগুন রংধনু	বারোমাস	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	২০০-৫০০ গ্রাম	বেগুন গোলাকার, রং বেগুনি, BW সহনশীল
হাইব্রিড বেগুন স্মার্ট	বারোমাস	চারা রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর	৭০-৮০ গ্রাম	দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়, বেগুন লম্বা গোলাকার, গরম, বৃষ্টি, দীর্ঘদিনের দৈর্ঘ্য ও BW সহনশীল
হাইব্রিড বেগুন টেষ্টি	বারোমাস	চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর	২৫০-৬০০ গ্রাম	দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়, দূরে চালান ও সংরক্ষণে অতি উপযোগী, BW সহনশীল

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

উপরি সার প্রয়োগ: চারা রোপণের ৮—১২ দিন পর থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর উল্লিখিত ইউরিয়া সারের সাথে ইউরিয়ার অর্ধেক পরিমাণ এমপি এবং এমপি সারের অর্ধেক পরিমাণ টিএসপি প্রয়োগ করলে গাছের জীবনকাল বৃদ্ধি পায় এবং উত্তম ও অধিক ফলন পাওয়া যায়। বেড তৈরি করে চারা রোপণ করলে পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা: আমাদের জাতগুলো অত্যন্ত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সহনশীল। বৈরী আবহাওয়া থাকলে চারা রোপণের ৮—১০ দিন পর থেকে ১০ দিন পরপর শীত ও শুষ্ক মৌসুমে মেনকোজেব + মেটালেক্সিল (রিডোমিল গোল্ড) ও মাকড়নাশক (থিওভিট) পরিমাণমতো বিকালবেলা স্প্রে করলে গাছ রোগমুক্ত থাকবে এবং ফলন বেশি হবে। লেট বাইট রোগ দেখা দিলে সপ্তাহে দুইদিন রিডোমিল গোল্ড বিকালবেলা স্প্রে করে দিতে হবে।

ছাঁটাই: গাছের ব্রাঞ্চিং স্থান থেকে, অর্থাৎ যেখান থেকে ইংরেজি V এর মতো হয়ে গাছের প্রধান দুটি শাখা বের হয়, তার নিচের পাতার ফাঁকে যে কুশি বের হয়, তা ছোটো অবস্থায় কেটে দিলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়, ফলন বাড়ে এবং ফল বড়ো হয়। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যাতে প্রধান কাণ্ড ভেঙে না যায়।

ফুল/ফল ছাঁটাই: গাছে প্রথম যে ফুল বা ফল আসে, তার ২—৩টি ছোটো অবস্থায় ছিঁড়ে ফেললে ফলন অনেক বেড়ে যায়। খুঁটি বেঁধে বা মাচা দিয়ে চাষ করলে ফলন বেশি হয় এবং ফল উন্নতমানের হয়।

হাইব্রিড বেগুন রংধনু

বারোমাসি, ঢলে পড়ে না, বেগুন গোলাকার, রং বেগুনি, ওজন গ্রীষ্মকালে ২০০ গ্রাম, শীতকালে ৪০০-৫০০ গ্রাম, চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর বেগুন উঠানো শুরু করা যায়, গাছ বড়ো, দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০-৫৫ দিন	২০০-৫০০ গ্রাম

হাইব্রিড বেগুন স্মার্ট

বারোমাসি, ঢলে পড়ে মরে না, সহজে ফলে, দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়, বেগুন লম্বা গোলাকার, ওজন ৭০-৮০ গ্রাম, ছড়ায় ফলে, রং চকচকে বেগুনি, চারা রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর বেগুন উঠানো শুরু করা যায়, গাছ বড়ো হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৪৫-৫০ দিন	৭০-৮০ গ্রাম

হাইব্রিড বেগুন টেষ্টি

বারোমাসি, বেগুন গোলাকার, গ্রীষ্মকালে সবুজ ও বেগুনি মিশ্রিত রঙের, শীতকালে বেগুনি ও সবুজ মিশ্রিত রঙের, ওজন গ্রীষ্মকালে ২৫০-৩০০ গ্রাম, শীতকালে ৫০০-৬০০ গ্রাম। গাছ অনেক বড়ো, শক্তিশালী, ঢলে পড়ে মরে না, দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়, দূরে চালান ও সংরক্ষণে অতি উপযোগী। চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর বেগুন উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫৫-৬০ দিন	২৫০-৬০০ গ্রাম

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

ফুলকপি

(Brassica oleracea var. botrytis)

ফুলকপি একটি জনপ্রিয় সবজি। এটি সাদা রঙের ফুলের মতো দেখতে। রান্না, ভাজি ও বিভিন্ন খাবারে ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ উপাদান রয়েছে, যা শরীরের জন্য উপকারী।

হাইব্রিড ফুলকপি এমবাসেডর

আগাম জাত, বৃষ্টি ও গরম সহনশীল, গাছ বড়ো, পাতা চওড়া। কপি খুব জমাট, সাদা, গোল, পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে। ফাল্গুন থেকে মধ্য আশ্বিন বীজ বপনের সময়, কার্তিকের ১০ তারিখ চারা রোপণের শেষ সময়। চারা রোপণের ৫০-৬০ দিন পর কপি কাটা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
ফাল্গুন-কার্তিক	৫০-৬০ দিন	৮০০-১০০০

হাইব্রিড ফুলকপি ইলোরা

মধ্যম জাত, কপি জমাট, গোলাকার, সাদা, পাতা দিয়ে মোড়ানো থাকে, ওজন ১-২ কেজি, চারা রোপণের ৬০ দিন পর কপি কাটা যায়। ভাদ্র-আশ্বিন বীজ বপনের উপযোগী সময়। কার্তিকের ২৫ তারিখ পর্যন্ত চারা রোপণের শেষ সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (কেজি)
ভাদ্র-কার্তিক	৬০ দিন	১-২

হাইব্রিড ফুলকপি এমপেরর

বৃষ্টি ও গরম সহনশীল, আগাম জাত, চারা রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর কপি কাটা যায়, গাছ মাঝারি, কপি সাদা, গোল, জমাট, ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। ফাল্গুন থেকে শ্রাবণের শেষ বীজ বপনের উপযোগী সময়। শেষ ভাদ্র চারা রোপণের শেষ সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
ফাল্গুন-ভাদ্র	৪৫-৫০ দিন	৪০০-৫০০

বীজের পরিমাণ: প্রতি একরে ফুলকপির জন্য প্রায় ১২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন: ১০ফুট x ৩ফুট বীজতলায় ১০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে।

চারার বয়স: আগাম জাতের ক্ষেত্রে ২০–২৫ দিন বয়সি চারা এবং নাবি জাতের ক্ষেত্রে ২০–৩০ দিন বয়সি চারা রোপণ উপযুক্ত।

রোপণ দূরত্ব: আগাম জাতের জন্য ২ফুট x ২ফুট এবং নাবি জাতের জন্য ৩ফুট x ৩ফুট দূরত্ব রাখতে হবে।

সতর্কতা: ফুলকপির ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপযোগী সময়ের আগে বা পরে রোপণ করলে ফলন কমে যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গাছে গুটি আসার পূর্বেই যত্ন নিয়ে গাছ বড়ো করতে হবে। গাছ যত বড়ো হবে, কপিও তত বড়ো হবে।

সার প্রয়োগ: পাশের টেবিলে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	১০০ কেজি	১০০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০ কেজি	৬০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
জিপসাম	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম। ইউরিয়া ও পটাশ সার চারা রোপণের পর তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করা উত্তম। গোবর/কম্পোস্টসহ অন্যান্য সার জমি চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্বতা*	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড ফুলকপি এমবাসেডর	ফাল্গুন-মধ্য আশ্বিন বপনের সময়, কার্তিকের ১০ রোপণের শেষ সময়	৫০-৬০ দিন	৮০০-১০০০ গ্রাম	বৃষ্টি ও গরম সহনশীল
হাইব্রিড ফুলকপি ইলোরা	ভাদ্র-আশ্বিন বপনের সময়, কার্তিকের ২৫ রোপণের শেষ সময়	৬০ দিন	১-২ কেজি	মধ্যম জাত
হাইব্রিড ফুলকপি এমপেরর	ফাল্গুন-শ্রাবণ বপনের সময়, ভাদ্র রোপণের শেষ সময়	৪৫-৫০ দিন	৪০০-৫০০ গ্রাম	আগাম জাত, বৃষ্টি ও গরম সহনশীল
হাইব্রিড ফুলকপি হোয়াইট স্টোন	ভাদ্র-কার্তিক বীজ বপনের সময়	৭৫-৮০ দিন	২-৩ কেজি	নাবি জাত
হাইব্রিড ফুলকপি মোনালিসা	ভাদ্র-আশ্বিন বীজ বপনের সময়	৬২-৭০ দিন	১.৫-২ কেজি	মধ্যম মৌসুমে চাষের উপযোগী জাত
হাইব্রিড ফুলকপি জিলিয়ন প্লাস	শ্রাবণ-আশ্বিন বপনের সময়, কার্তিক রোপণ শেষ সময়	৫৫-৬০ দিন	১.৫-২ কেজি	মধ্যম জাত
হাইব্রিড ফুলকপি হোয়াইট ডায়মন্ড প্লাস	শ্রাবণ-আশ্বিন বীজ বপনের সময়	৫০- ৫৫ দিন	৫০০-১০০০ গ্রাম	আগাম জাত
হাইব্রিড ফুলকপি রুপবান	ভাদ্র -কার্তিক বীজ বপনের সময়	৭০-৭৫ দিন	২-৩ কেজি	মধ্যম ও নাবি মৌসুমের জাত
হাইব্রিড ফুলকপি সুদর্শন	শ্রাবণ-আশ্বিন বপনের সময়, কার্তিক রোপণ শেষ সময়	৬০-৬৫ দিন	১.৫-২ কেজি	মধ্যম জাত
হাইব্রিড ফুলকপি সুন্দরী	শ্রাবণ-আশ্বিন বপনের সময়, কার্তিক রোপণ শেষ সময়	৫০-৫৫ দিন	১ কেজি	আগাম জাত

*চারা রোপণের পর পরিপক্বতা

হাইব্রিড ফুলকপি হোয়াইট স্টোন

নাবি জাত, কপি খুব জমাট, ধবধবে সাদা, গোলাকার, পাতা দিয়ে মোড়ানো থাকে, ওজন ২-৩ কেজি, চারা রোপণের ৭৫-৮০ দিন পর কপি কাটা যায়। ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক বীজ বপনের উপযোগী সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (কেজি)
ভাদ্র-কার্তিক	৭৫-৮০ দিন	২-৩

হাইব্রিড ফুলকপি মোনালিসা

মধ্যম মৌসুমে চাষের উপযোগী জাত। গাছ আকারে বড়ো হয়, সহজেই চাষ করা যায়। কপি খুব জমাট, গোলাকার, আকর্ষণীয় সাদা রঙের। ভাদ্র থেকে আশ্বিন পযন্ত বীজ বপন করা যায়। চারা রোপণের ৬২-৭০ দিনে কপি সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (কেজি)
ভাদ্র-আশ্বিন	৬২-৭০ দিন	১.৫-২

হাইব্রিড ফুলকপি জিলিয়ন প্লাস

মধ্যম জাত। কপি খুব জমাট, ভারী, গোলাকার, ধবধবে সাদা ও পাতা দিয়ে মোড়ানো। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন বীজ বপনের সময়, কার্তিকের শেষ দিন পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর কাটা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (কেজি)
শ্রাবণ-কার্তিক	৫৫-৬০ দিন	১.৫-২

হাইব্রিড ফুলকপি হোয়াইট ডায়মন্ড প্লাস

আগাম জাত। কপি সাদা বর্ণের চ্যাপটা আকৃতির ও বেশ জমাট, এ জন্য পরিবহণকালে সহজে নষ্ট হয় না। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময়। চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে কপি সংগ্রহ করা যায়। ওজন ০.৫-১ কেজি।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
শ্রাবণ-আশ্বিন	৫০-৫৫ দিন	৫০০-১০০০

হাইব্রিড ফুলকপি রুপবান

মধ্যম ও নাবি মৌসুমের জাত, কপি খুব জমাট, ধবধবে সাদা, পাতা দিয়ে মোড়ানো থাকে, ওজন ২-৩ কেজি। চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর কপি কাটা শুরু করা যায়। ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক বীজ বপনের উপযোগী সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (কেজি)
ভাদ্র-কার্তিক	৭০-৭৫ দিন	২-৩

হাইব্রিড ফুলকপি সুদর্শন

মধ্যম জাত, কপি খুব জমাট, ধবধবে সাদা, গোলাকার, পাতা দিয়ে মোড়ানো থাকে, ওজন ১.৫-২ কেজি। চারা রোপণের ৬০-৬৫ দিন পর কাটা যায়, শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন বীজ বপনের সময়, কার্তিকের শেষ দিন পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (কেজি)
শ্রাবণ-কার্তিক	৬০-৬৫ দিন	১.৫-২

হাইব্রিড ফুলকপি সুন্দরী

আগাম জাত, কপি খুব জমাট, ভারী, সাদা গোলাকার, ওজন ১ কেজি। পাতা ছোটো। চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর কাটা যায়। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন বীজ বপনের সময়, কার্তিকের শেষ দিন পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (কেজি)
শ্রাবণ-কার্তিক	৫০-৫৫ দিন	১

*চারা রোপণের পর পরিপক্বতা

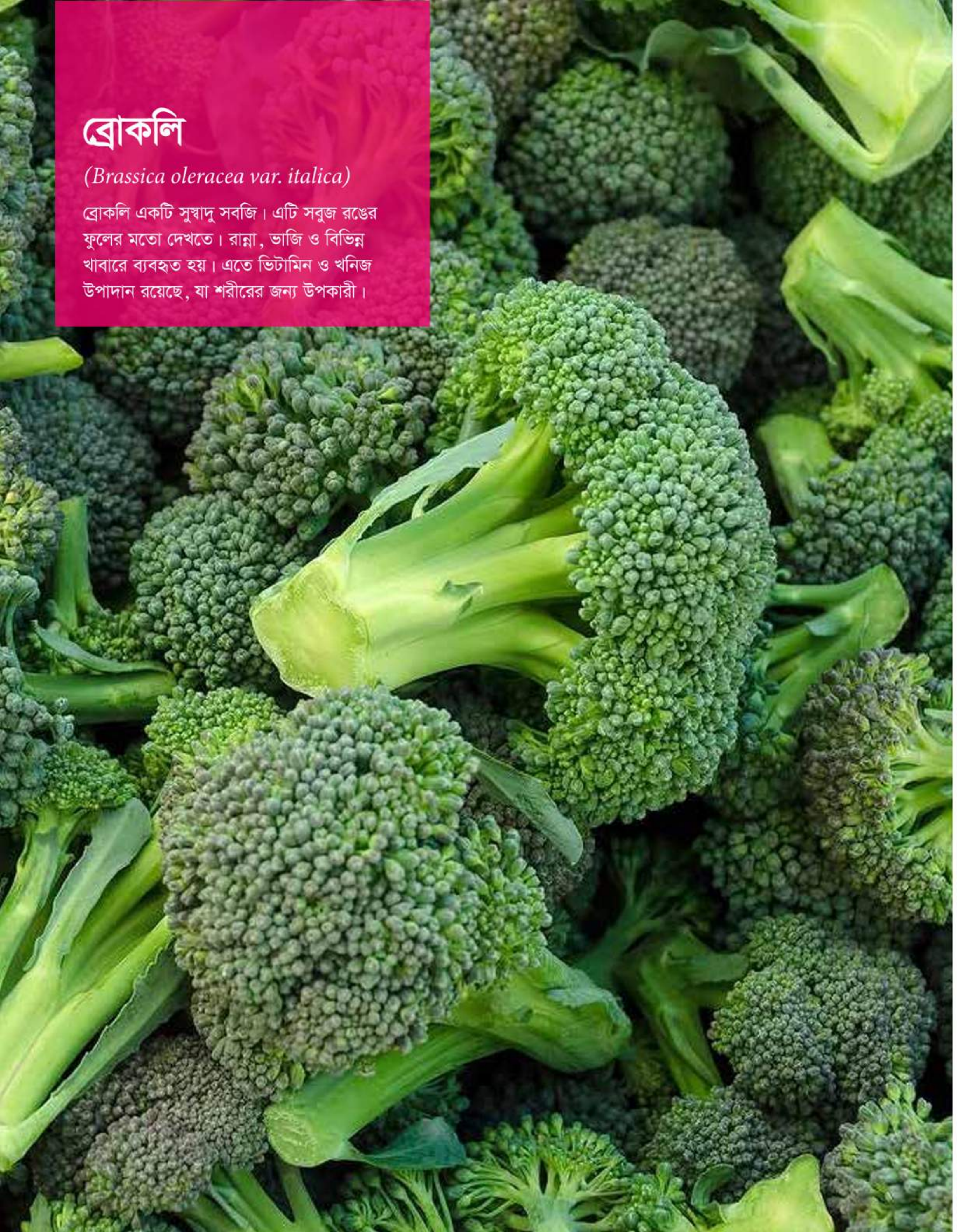

ব্রোকলি

(Brassica oleracea var. italica)

ব্রোকলি একটি সুস্বাদু সবজি। এটি সবুজ রঙের ফুলের মতো দেখতে। রান্না, ভাজি ও বিভিন্ন খাবারে ব্যবহৃত হয়। এতে ভিটামিন ও খনিজ উপাদান রয়েছে, যা শরীরের জন্য উপকারী।

হাইব্রিড ব্রোকলি হাই গ্রিন

আগাম জাত, আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বীজ বপনের জন্য উৎকৃষ্ট সময়, ব্রোকলির রং গাঢ় সবুজ, ওজন ৪০০-৬০০ গ্রাম, চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ব্রোকলি সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
আগস্ট-নভেম্বর	৪০-৪৫ দিন	৪০০-৬০০

হাইব্রিড ব্রোকলি সুইট গ্রীন

এটি নাবি জাত। আগস্ট থেকে নভেম্বর বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময়। ব্রোকলি নীলাভ সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। ওজন ৫০০-৭০০ গ্রাম। চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ব্রোকলি সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
আগস্ট-নভেম্বর	৫০-৫৫ দিন	৫০০-৭০০

হাইব্রিড ব্রোকলি রয়েল গ্রিন

অধিক শক্তিশালী, তাপ ও পাতা পোড়া (লিফ ব্লাইট) রোগ সহনশীল জাত, ব্রোকলি নীলাভ-সবুজ রঙের দানাগুলো জমাট মধ্যাকৃতির, ওজন ৬০০-৭০০ গ্রাম, ব্রোকলি পাতা দ্বারা আবৃত নয়, চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর ফলন পাওয়া যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
আগস্ট-নভেম্বর	৫০-৫৫ দিন	৬০০-৭০০

বীজের পরিমাণ: প্রতি একরে প্রায় ১২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন: ১০ ফুট x ৩ ফুট বীজতলায় ১০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে।

চারার বয়স: আগাম জাতের ক্ষেত্রে ২০–২৫ দিন বয়সি চারা এবং নাবি জাতের ক্ষেত্রে ২০–৩০ দিন বয়সি চারা রোপণ উপযুক্ত।

রোপণ দূরত্ব: আগাম জাতের জন্য ২ ফুট x ২ ফুট এবং নাবি জাতের জন্য ৩ ফুট x ৩ ফুট দূরত্ব রাখতে হবে।

সতর্কতা: ব্রোকলির ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপযোগী সময়ের আগে বা পরে রোপণ করলে ফলন কমে যেতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গাছে গুটি আসার পূর্বেই যত্ন নিয়ে গাছ বড়ো করতে হবে। গাছ যত বড়ো হবে, ব্রোকলিও তত বড়ো হবে।

সার প্রয়োগ: পাশে ছকে বর্ণিত সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম।

ইউরিয়া ও পটাশ সার চারা রোপণের পর তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করা উত্তম। গোবর/কম্পোস্টসহ অন্যান্য সার জমি চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	১০০ কেজি	১০০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০ কেজি	৬০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
জিপসাম	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

হাইব্রিড ব্রোকলি টপ গ্রিন

দ্রুত বাড়ে, অধিক শক্তিশালী ও তাপ সহনশীল জাত। ব্রোকলির রং গাঢ় সবুজ তবে, উপরিভাগ নীলাভ সবুজ, দানা জমাট অবস্থায় থাকে, ওজন ৩০০-৪০০ গ্রাম। ব্রোকলি পাতা দ্বারা আবৃত নয়, চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর ব্রোকলি কাটা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
নভেম্বর-ডিসেম্বর	৪০-৪৫ দিন	৩০০-৪০০

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড ব্রোকলি হাই গ্রিন	আগস্ট-নভেম্বর বীজ বপনের সময়	চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে	৪০০-৬০০ গ্রাম	আগাম জাত, গাঢ় সবুজ রঙের
হাইব্রিড ব্রোকলি সুইট গ্রীন	আগস্ট-নভেম্বর বীজ বপনের সময়	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে	৫০০-৭০০ গ্রাম	নাবি জাত, নীলাভ সবুজ রঙের
হাইব্রিড ব্রোকলি রয়েল গ্রিন	আগস্ট-নভেম্বর বীজ বপনের সময়	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	৬০০-৭০০ গ্রাম	তাপ ও লিফ ব্লাইট রোগ সহনশীল, নীলাভ-সবুজ রঙের
হাইব্রিড ব্রোকলি টপ গ্রিন	নভেম্বর-ডিসেম্বর বীজ বপনের সময়	চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর	৩০০-৪০০ গ্রাম	দ্রুত বাড়ে, অধিক শক্তিশালী ও তাপ সহনশীল, গাঢ় সবুজ রঙের

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

বাঁধাকপি
(Brassica oleracea var. capitata)

চাইনিজ ক্যাবেজ
(Brassica rapa subsp. pekinensis)

লাল বাঁধাকপি
(Brassica oleracea var. capitata f. rubra)

বাঁধাকপি একটি পরিচিত সবজি। এটি গোলাকার এবং সবুজ রঙের পাতা দ্বারা গঠিত। রান্না, ভাজি ও সালাদে ব্যবহৃত হয়। এতে ভিটামিন ও পুষ্টিগুণ রয়েছে, যা শরীরের জন্য উপকারী।

হাইব্রিড বাঁধাকপি বিগসান

কপি শক্ত, অনেক দেরিতে ফাটে, দূরে পরিবহণের উপযোগী। ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ বীজ বপনের উপযোগী সময়। কপি অগ্রহায়ণ-পৌষে চ্যাপটা হয়, আবার মাঘ-চৈত্রে গোলাকার হয়। চারা রোপণের মাত্র ৫৫-৬০ দিন পর কপি কাটা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
ভাদ্র-অগ্রহায়ণ	৫৫-৬০ দিন	২-৩ কেজি

হাইব্রিড বাঁধাকপি আলি

কপি খুব শক্ত, চ্যাপটা, ওজন ২-৩ কেজি, চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর কপি কাটা যায়, দেরিতে ফাটে এবং দূরে পরিবহণের উপযোগী, ভাদ্র থেকে আশ্বিন বীজ বপনের উপযোগী সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
ভাদ্র-আশ্বিন	৫৫-৬০ দিন	২-৩ কেজি

হাইব্রিড বাঁধাকপি গ্রীন চ্যাম্পিয়ন

কপি গোলাকার, খুব শক্ত, ওজন ১-২.৫ কেজি, দেরিতে ফাটে, রোপণের ৫০-৬০ দিন পর কপি কাটা যায়। ভাদ্র থেকে পৌষ পর্যন্ত বীজ বপনের সময়। দূরে পরিবহণ করা যায়। ঘন করে চারা রোপণ করে আবাদ করতে হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
ভাদ্র-পৌষ	৫০-৬০ দিন	১-২.৫ কেজি

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা*	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড বাঁধাকপি বিগসান	ভাদ্র-অগ্রহায়ণ বীজ বপনের সময়	৫৫-৬০ দিন পর	২-৩ কেজি	দূরে চালানের উপযোগী
হাইব্রিড বাঁধাকপি আলি	ভাদ্র-আশ্বিন বীজ বপনের সময়	৫৫-৬০ দিন পর	২-৩ কেজি	দূরে চালানের উপযোগী
হাইব্রিড বাঁধাকপি গ্রীন চ্যাম্পিয়ন	ভাদ্র-পৌষ বীজ বপনের সময়	৫০-৬০ দিন পর	১-২.৫ কেজি	দূরে চালান দেওয়া যায়
হাইব্রিড বাঁধাকপি গ্রীন ডায়মন্ড	ভাদ্র-পৌষ বীজ বপনের সময়	৬৫-৭০ দিন পর	২-৫ কেজি	দূরে চালান দেওয়া যায়
হাইব্রিড বাঁধাকপি গ্রীন ডায়মন্ড প্লাস	আগস্ট-ডিসেম্বর বীজ বপনের সময়	৬৫-৭৫ দিনের মধ্যে	২-৩ কেজি	কপিটি খুবই টাইট, এ জন্য পরিবহণযোগ্য
হাইব্রিড বাঁধাকপি সুপার ট্রপিক	ফাল্গুন-ভাদ্র বপনের সময়, আশ্বিন রোপণের শেষ সময়	৫৫-৬০ দিন পর	১.৫-২ কেজি	গরম ও বৃষ্টি সহনশীল, আগাম জাত
হাইব্রিড বাঁধাকপি সুপার ট্রপিক প্লাস	বারোমাস, তবে গ্রীষ্মকালের জন্য উত্তম	৬০-৬৫ দিনের মধ্যে	২-২.৫ কেজি	উচ্চ তাপ ও বৃষ্টি সহনশীল
হাইব্রিড বাঁধাকপি এক্সপ্রেস গ্রীন	শীতকাল	৪০-৪৫ দিনের মধ্যে	১.০-১.৫ কেজি	দীর্ঘদিন সংরক্ষণ উপযোগী ও দূরে চালানযোগ্য
হাইব্রিড বাঁধাকপি ট্রপিক গ্রীন	বারোমাস, তবে গ্রীষ্মকালের জন্য উত্তম	৬০-৬৫ দিনের মধ্যে	১.৫-২ কেজি	উচ্চ তাপ ও বৃষ্টি সহনশীল
হাইব্রিড লাল বাঁধাকপি রুবী	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর বীজ বপনের সময়	৭২-৭৫ দিনের মধ্যে	১-১.৫ কেজি	সালাদের জন্য ব্যবহার করা হয়
হাইব্রিড চাইনিজ ক্যাবেজ জুডো	জুলাই-আগস্ট	৪০ দিনের মধ্যে	১.৫ কেজি	গরম ও বৃষ্টি সহনশীল জাত

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

হাইব্রিড বাঁধাকপি গ্রীন ডায়মন্ড

কপি চ্যাপটা, খুব শক্ত, ওজন ২-৫ কেজি, চারা রোপণের ৬৫-৭০ দিন পর কপি কাটা যায়, অনেক দেরিতে ফাটে, দূরে পরিবহণ করা যায়। ভাদ্র থেকে পৌষ পর্যন্ত বীজ বপন করে চাষ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
ভাদ্র-পৌষ	৬৫-৭০ দিন	২-৫ কেজি

হাইব্রিড বাঁধাকপি গ্রীন ডায়মন্ড প্লাস

আগস্ট থেকে ডিসেম্বর বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময়। কপি সবুজ বর্ণের চ্যাপটা আকৃতির হয়, ওজনে ২-৩ কেজি। কপিটি খুবই জমাট, এ জন্য পরিবহণকালে সহজে নষ্ট হয় না। চারা রোপণের ৬৫-৭৫ দিনের মধ্যে কপি সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
আগস্ট-ডিসেম্বর	৬৫-৭৫ দিন	২-৩ কেজি

হাইব্রিড বাঁধাকপি সুপার ট্রপিক

আগাম জাত, গরম ও বৃষ্টি সহনশীল। কপি চ্যাপটা, জমাট, দেরিতে ফাটে, দূরে চালান দেওয়া যায়। ফাল্গুন থেকে ভাদ্র বীজ বপনের সময়। শেষ আশ্বিন চারা রোপণের শেষ সময়। চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর কপি কাটা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
ফাল্গুন-আশ্বিন	৫৫-৬০ দিন	১.৫-২ কেজি

বীজের পরিমাণ: প্রতি একরে বাঁধাকপির জন্য প্রায় ২০০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন: ১০ ফুট x ৩ ফুট বীজতলায় ১০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে।

চারার বয়স: আগাম জাতের জন্য ২০—২৫ দিন এবং নাবি জাতের জন্য ২০—৩০ দিন বয়সের চারা রোপণ করা উচিত।

রোপণ দূরত্ব: আগাম জাতের ক্ষেত্রে ২ ফুট x ২ ফুট এবং নাবি জাতের ক্ষেত্রে ৩ ফুট x ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

সতর্কতা: বাঁধাকপির ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে বীজ বপন ও চারা রোপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গরমের জাত শীতকালে, আবার শীতকালের জাত গরমে চাষ করলে ফলন ভালো হবে না।

সার প্রয়োগ: পাশের টেবিলে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	১০০ কেজি	১ কেজি
টিএসপি	৬০ কেজি	৬০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
জিপসাম	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ উত্তম। চারা রোপণের পর ইউরিয়া ও পটাশ সার তিন দফায় প্রয়োগ করা উচিত। গোবর/কম্পোস্টসহ অন্যান্য সার জমি চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

হাইব্রিড বাঁধাকপি সুপার ট্রপিক প্লাস

সারা বছর চাষ করা যায়, তবে গ্রীষ্মকালের জন্য উত্তম। উচ্চ তাপ ও বৃষ্টি সহনশীল। আধ-গোলাকার, শক্ত ও জমাট, আকর্ষণীয় সবুজ রঙের পাতা, ওজনে ২-২.৫ কেজি। চারা রোপণের ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে কপি সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬০-৬৫ দিন	২-২.৫ কেজি

হাইব্রিড বাঁধাকপি এক্সপ্রেস গ্রীন

চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ১-১.৫ কেজি ওজনের কপি সংগ্রহ করা যায়। শক্ত ও গোলাকার, কপি দীর্ঘদিন মাঠে রাখা যায়। শীত মৌসুমে ভালো ফলন পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও দূরে পরিবহণ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
শীতকাল	৪০-৪৫ দিন	১-১.৫ কেজি

হাইব্রিড বাঁধাকপি ট্রপিক গ্রীন

সারা বছর চাষ করা যায়, তবে গ্রীষ্মকালের জন্য উত্তম। উচ্চ তাপ ও বৃষ্টি সহনশীল। আধ-গোলাকার, শক্ত ও জমাট, আকর্ষণীয় সবুজ রঙের পাতা, চারা রোপণের ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে কপি সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬০-৬৫ দিন	১.৫-২ কেজি

হাইব্রিড লাল বাঁধাকপি রুবী

জমাট ও মজবুত, ওজন ১-১.৫ কেজি, রান্নার জন্য উপযোগী নয়, শুধু সালাদের জন্য ব্যবহার করা হয়, চারা রোপণের ৭২-৭৫ দিনের মধ্যে কপি সংগ্রহ করা যায়। সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাস বীজ বপনের জন্য উপযোগী সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	৭২-৭৫ দিন	১-১.৫ কেজি

হাইব্রিড চাইনিজ ক্যাবেজ জুডো

দ্রুতবর্ধনশীল, গরম ও বৃষ্টি সহনশীল জাত, কপি জমাট ও সব কপির আকৃতি বৃদ্ধি একই রকম, চারা রোপণের ৪০ দিনের মধ্যে উজ্জ্বল সবুজ রঙের ১.৫ কেজি ওজনের কপি সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
জুলাই-আগস্ট	৪০ দিন	১.৫ কেজি

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

তরমুজ

(Citrullus lanatus)

তরমুজ গরমের প্রিয় ফল। এটি মিষ্টি ও রসালো এবং এতে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে, যা শরীরকে ঠান্ডা রাখে এবং হাইড্রেশন বজায় রাখতে সাহায্য করে। তরমুজে ভিটামিন A, C ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে।

হাইব্রিড তরমুজ বেঙ্গল টাইগার প্লাস

গাছ দ্রুতবর্ধনশীল, শক্তিশালী, উচ্চ ফলনশীল জাত। চারা রোপণের ৫২-৫৭ দিনের মধ্যে ৩-৬ কেজি ওজনের তরমুজ সংগ্রহ করা যায়। সুস্বাদু, সুমিষ্ট গাঢ় লাল রঙের শাঁস দীর্ঘদিন সংরক্ষণ এবং দূরে পরিবহণ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়**	ওজন
বারোমাস	৫২-৫৭ দিন	৩-৬ কেজি

হাইব্রিড তরমুজ সুইট ব্ল্যাক

ফল লম্বাটে, কালো, মিষ্টি, ওজন ৫-৭ কেজি, তবে ভালো পরিচর্যায় ১০ কেজি পর্যন্ত হয়, দূরে পরিবহণ করা যায়, বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর তরমুজ উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	৭০-৭৫ দিন	৫-১০ কেজি

হাইব্রিড তরমুজ সুইট ব্ল্যাক-২

ফল লম্বাটে, কালো, মিষ্টি ও সুস্বাদু, ওজন ৩-৪ কেজি (বর্ষাকাল), ৫-৭ কেজি (গরমকাল), দূরে চালান করা যায়, ৬০-৬৫ দিন পর উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়	ওজন
বারোমাস	৬০-৬৫ দিন	৩-৭ কেজি

বীজের পরিমাণ: তরমুজ চাষে প্রতি একরে প্রায় ১৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

বপন দূরত্ব ও মাদা তৈরি: ৬ ফুট X ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে গর্ত বা মাদা তৈরি করতে হবে এবং প্রতিটি মাদায় একটি করে গাছ রাখতে হবে। গর্তের পরিমাপ দেড় ফুট চওড়া ও দেড় ফুট গভীর হওয়া উচিত। এরপর গর্তের অর্ধেক অংশ গোবর বা জৈব সার দিয়ে এবং অবশিষ্ট অংশ মাটি দিয়ে পূরণ করে মাদা তৈরি করতে হবে। এতে ফলন বৃদ্ধি পায়, ফল দেখতে লোভনীয় হয় এবং ফলের পুষ্টিগুণ বাড়ে।

অন্যান্য পরিচর্যা: গাছের বৃদ্ধির আগেই জমিতে নাড়া বিছিয়ে দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে মাচায় চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। তরমুজ লতার গোড়ায় তিনটি কুশি ও প্রধান কাণ্ড রেখে অন্য সকল কুশি ও প্রথম জালি ফলটি ছোটো অবস্থায় কেটে বাদ দিলে ফল বড়ো হয়, ফলন বেশি হয় এবং ফলের গুণগত মান ভালো হয়।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুতের শেষ চাষের সময় পাশের টেবিলে উল্লিখিত সারগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

বীজ বপনের ২০–২৫ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০–৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রতি শতাংশ জমিতে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্বতা	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড তরমুজ বেঙ্গল টাইগার প্লাস	বারোমাস	চারা রোপণের ৫২-৫৭ দিন পর	৩-৬ কেজি	দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও দূরে পরিবহণযোগ্য
হাইব্রিড তরমুজ সুইট ব্ল্যাক	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর	৫-১০ কেজি	মিষ্টি এবং দূরে পরিবহণযোগ্য
হাইব্রিড তরমুজ সুইট ব্ল্যাক-২	বারোমাস	৬০-৬৫ দিন পর উঠানো যায়	৩-৪ কেজি (বর্ষাকাল), ৫-৭ কেজি (গরমকাল)	মিষ্টি ও সুস্বাদু
হাইব্রিড তরমুজ কর্ণঝোরা	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর	৮-১০ কেজি	দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও দূরে পরিবহণযোগ্য
হাইব্রিড তরমুজ মোর	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর	৪-৮ কেজি	মিষ্টি ও অতি সুস্বাদু
হাইব্রিড তরমুজ এশিয়ান-২	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	বীজ বপনের ৬৫-৭০ দিন পর	৮-১০ কেজি	দূরে চালান দেওয়া যায়
হাইব্রিড তরমুজ কানিয়া	বারোমাস	বীজ বপনের ৬০-৬৫ দিন পর	৩-৫ কেজি	ভিতরের শাঁস উজ্জ্বল হলুদ ও খুব মিষ্টি
হাইব্রিড তরমুজ মুনিয়া	বারোমাস	চারা রোপণের ৬৫-৬৮ দিনের মধ্যে	২-৪ কেজি	সুমিষ্ট, সুস্বাদু গাঢ় হলুদ রঙের শাঁস
হাইব্রিড তরমুজ সুইট ইয়েলো	বারোমাস	বীজ বপনের ৬০-৬৫দিনের মধ্যে	৩-৪ কেজি	ফলের শাঁস জমাট কচকচে, সুমিষ্ট ও গাঢ় লাল হয়
হাইব্রিড তরমুজ সনিয়া	বারোমাস	বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর	২-৪ কেজি	মিষ্টি, সুস্বাদু, দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও দূরে চালানযোগ্য

*বীজ বপনের পর পরিপক্বতা

**চারা রোপণের পর পরিপক্বতা

হাইব্রিড তরমুজ কর্ণঝোরা

হালকা সবুজ রঙের তরমুজ, ওজন ৮-১০ কেজি, অতি উচ্চ ফলনশীল, কচকচে ও মিষ্টি, হালকা লাল রঙের শাঁস, বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর তরমুজ সংগ্রহ করা যায়। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ এবং দূরে পরিবহণ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	৭০-৭৫ দিন	৮-১০ কেজি

হাইব্রিড তরমুজ মোর

ফল গোলাকার, কালো মিষ্টি, অতি সুস্বাদু, ওজন ৪-৬ কেজি, তবে ভালো পরিচর্যায় ৮ কেজি পর্যন্ত হয়, দূরে পরিবহণ করা যায়। বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর ফল উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	৭০-৭৫ দিন	৪-৮ কেজি

হাইব্রিড তরমুজ এশিয়ান-২

ডোরাকাটা, ওজন ৮-১০ কেজি, দূরে পরিবহণ করা যায়, বীজ বপনের ৬৫-৭০ দিন পর তরমুজ সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	৬৫-৭০ দিন	৮-১০ কেজি

হাইব্রিড তরমুজ কানিয়া

বারোমাসি, ফল উজ্জ্বল সবুজের সঙ্গে গাঢ় সবুজের ডোরাকাটা দাগযুক্ত। ভেতরের শাঁস উজ্জ্বল হলুদ। গাছ অধিক শক্তিশালী। ফল ৩-৫ কেজি ও খুব মিষ্টি। বীজ বপনের ৬০-৬৫ দিন পর তরমুজ সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬০-৬৫ দিন	৩-৫ কেজি

হাইব্রিড তরমুজ মুনিয়া

বহিরাবরণ গাঢ় কালো, ডিম্বাকৃতি ফলের আকার, ওজন ২-৪ কেজি, সুমিষ্ট, সুস্বাদু গাঢ় হলুদ রঙের শাঁস, উচ্চ ফলনশীল, চারা রোপণের ৬৫-৬৮ দিনের মধ্যে তরমুজ সংগ্রহ করা যায়। সারা বছর চাষের উপযোগী জাত।

চাষের সময়	ফলনের সময়**	ওজন
বারোমাস	৬৫-৬৮ দিন	২-৪ কেজি

হাইব্রিড তরমুজ সুইট ইয়েলো

বারোমাসি, আকর্ষণীয় গাঢ় হলুদ রঙের বহিরাবরণ, গাছ খুবই শক্তিশালী। ফলের গড়ন অতি উত্তম আকৃতির, শাঁস জমাট কচকচে, সুমিষ্ট ও গাঢ় লাল হয়। বীজ বপনের ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ৩-৪ কেজি তরমুজ পাওয়া যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬০-৬৫ দিন	৩-৪ কেজি

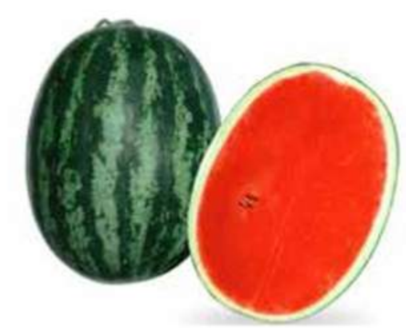

হাইব্রিড তরমুজ সনিয়া

বারোমাসি, ডোরাকাটা, লম্বাটে, অতি সহজে ফলানো যায়, উচ্চ ফলনশীল, বীজ বপনের মাত্র ৫৫-৬০ দিন পর ফল উঠানো যায়, ওজন ২-৪ কেজি, খুব মিষ্টি, অতি সুস্বাদু, দীর্ঘদিন সংরক্ষণ এবং দূরে চালান করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫৫-৬০ দিন	২-৪ কেজি

*বীজ বপনের পর পরিপক্বতা

**চারা রোপণের পর পরিপক্বতা

মেলন

(Cucumis melo)

মেলন একটি বিদেশি ফল, যা বাংলাদেশে দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলটির শাঁস মিষ্টি, কচকচে এবং এতে প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে। মেলনে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন A, B, C ও খনিজ পদার্থ থাকে।

হাইব্রিড মেলন এ্যাকশন

বারোমাসি, জালি পরিবৃত্ত সুন্দর ফল, সবুজ পুরু মাংসল, খাওয়ায় সুমিষ্ট এবং একেকটি ফলের ওজন ১.৫-২ কেজি। উত্তম সংরক্ষণ গুণাবলিসম্পন্ন ও অধিক অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন, দূরে পরিবহণ করা যায়। সহজে ফলানো যায়। বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর ফল পাকে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৭০-৭৫ দিন	১.৫-২ কেজি

হাইব্রিড মেলন এ্যারমা সুইট

এ্যারমা সুইট ক্যান্টালুপ জাতের মেলন। ফলের আকার ১.৫-২ কেজি। মিষ্টতা ১৩-১৪%, মিষ্টি কচকচে (ক্রিস্পি) কমলা রঙের শাঁস, বীজ বপনের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে মেলন সংগ্রহ বা বাজারজাত করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬৫-৭০ দিন	১.৫-২ কেজি

হাইব্রিড মেলন রিয়া রাউন্ড

বারোমাসি, আকর্ষণীয় হলুদ রঙের বহিরাবরণ, কমলা রঙের সুস্বাদু, সুমিষ্ট, কচকচে শাঁস, মিষ্টতা ১৩-১৬%। বীজ বপনের ৭৭-৮০ দিনের মধ্যে পরিপক্ক মেলন সংগ্রহ করা যায়। দূরে পরিবহণ ও সংরক্ষণের জন্য উপযোগী।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৭৭-৮০ দিন	১.৫-২ কেজি

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা*	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড মেলন এ্যাকশন	বারোমাস	৭০-৭৫ দিন পর	১.৫-২ কেজি	সংরক্ষণ ও দূরে পরিবহণযোগ্য, অধিক অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন, সহজে ফলানো যায়
হাইব্রিড মেলন এ্যারমা সুইট	বারোমাস	৬৫-৭০ দিনের মধ্যে	১.৫-২ কেজি	ক্যান্টালুপ জাতের, মিষ্টতা ১৩-১৪%, মিষ্টি কচকচে (ক্রিস্পি) কমলা রঙের শাঁস
হাইব্রিড মেলন রিয়া রাউন্ড	বারোমাস	৭৭-৮০ দিনের মধ্যে	১.৫-২ কেজি	সুমিষ্ট, কচকচে শাঁস, মিষ্টতা ১৩-১৬%, দূরে পরিবহণ ও সংরক্ষণের জন্য উপযোগী
হাইব্রিড মেলন রিয়া	বারোমাস	৭০-৭৫ দিন পর	১.৫-২.৫ কেজি	রোগব্যাধি প্রতিরোধী, ফল সুমিষ্ট ও দূরে পরিবহণের উপযোগী

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

হাইব্রিড মেলন রিয়া

বারোমাসি, ডিম্বাকৃতির হলুদ ফল, শাঁস কমলা রঙের, ওজন ১.৫-২.৫ কেজি, বীজ বপণের ৭০-৭৫ দিন পর ফল পাকে। রোগব্যাধি প্রতিরোধী, ফল সুমিষ্ট ও দূরে পরিবহনের উপযোগী। পানি জমে না-এমন জমিতে সারা বছর চাষ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৭০-৭৫ দিন	১.৫-২.৫ কেজি

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

চারা উৎপাদন: ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করুন। প্রতি গর্তে ১-২ টি বীজ বপন করুন এবং ট্রেতে চারা তৈরি করে জমিতে রোপণ করুন। বীজ বপনের ১২-১৪ দিন পরে চারা রোপণ করুন।

চাষ পদ্ধতি: জমি গভীরভাবে চাষ করুন, কমপক্ষে ৩০-৫০ সেমি গভীরে চাষ করুন এবং ৭-১০ দিন রোদে ফেলে জমির মাটি জীবাণুমুক্ত করুন। প্লাস্টিক মালচ বিছিয়ে জমি ঢেকে দিন, ছোটো বাঁশ বা মাটি মালচ চাপা দিন। বেডের ওপর সেচের পাইপ বসান।

সার প্রয়োগ: বেড তৈরির সময় ১৫-১৫-১৫ অনুপাতে ইউরিয়া, ফসফেট ও পটাশ সারের মিশ্রণ গাছ প্রতি ১৫.৫ গ্রাম (প্রতি একরে ১২৫ কেজি) করে প্রয়োগ করুন। সার প্রয়োগের পূর্বে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার ব্যবহার করা উত্তম। চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পরে দ্বিতীয়বার এবং রোপণের ৪০-৪৫ দিন পরে তৃতীয়বার ১৫-১৫-১৫ অনুপাতে সারের ১৫.৫ গ্রাম মিশ্রণ প্রতি গাছে প্রয়োগ করুন। চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পরে চতুর্থবার ১৩-১৩-২১ অনুপাতে গাছ প্রতি ১৫.৫ গ্রাম সারের মিশ্রণ ব্যবহার করুন।

সেচ: কচি অবস্থায় পর্যাপ্ত সেচ দিন, তবে খুব বেশি ভেজা রাখবেন না, এতে শিকড় পচে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। পরাগায়নের সময় পানি সামান্য কমিয়ে দিন। ফল ধারণ ও বৃদ্ধির সময়, ধীরে ধীরে পানি বাড়ান। ফলের গুণগত মান রক্ষার্থে ফলের বিকাশ থেকে পাকা পর্যন্ত ধীরে ধীরে পানি কমিয়ে দিন এবং ফসল তোলার ৩-৫ দিন আগে সেচ বন্ধ করে দিন।

গাছ পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ: মাচা তৈরি করা, এক কাণ্ডবিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা। ৬ষ্ঠ গিঁটের নিচের সমস্ত পার্শ্বীয় শাখা কেটে ফেলা। হানিডিউ ও ক্যানারি ধরনের জন্য ৭ম-৯ম গিঁটে ফল রাখুন এবং নেট মেলনের জন্য ৯ম-১২তম গিঁটে ফল রাখুন। ভালো ফল আছে-এমন শাখা নির্বাচন করুন, ফল যখন মুরগির ডিমের আকারের হয় (৭-১০ ড্যাপ), তখন প্রতি গাছে মাত্র একটি বা সর্বোচ্চ দুটি ফল রাখুন। আগাছা ও কীট নিয়ন্ত্রণ করুন, ছত্রাকের আক্রমণে প্রোক্লোরাজ/ম্যানকোজেব ছত্রাকনাশক ব্যবহার করুন।

ফসল তোলা: ৮০-৯০% পরিপক্কতায় ফসল তুলুন। জাত, বাজার ও পরিবহনের কথা বিবেচনায় রেখে ফসল তুলুন।

শসা

(Cucumis sativus)

শসা ও খিরা জনপ্রিয় সবজি। এরা সবুজ রঙের ও রসালো প্রকৃতির। সালাদ হিসাবে এটির বিবিধ ব্যাবহার রয়েছে। এতে প্রচুর পানি ও পুষ্টি-উপাদান থাকে, যা শরীর ঠান্ডা রাখতে সহায়তা করে।

হাইব্রিড শসা ফরচুন-১

শসা সবুজ, হলুদ হয় না, উচ্চ তাপ ও ভাইরাস সহনশীল, লম্বায় ৬ ইঞ্চি, ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম, বীজ বপনের মাত্র ৩৫ দিন পর থেকে শসা উঠানো শুরু করা যায়, ফাল্গুন থেকে কার্তিক বীজ বপনের সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
ফাল্গুন-কার্তিক	৩৫ দিন	২০০-২৫০

হাইব্রিড শসা বিগ গ্রীন

বারোমাসি, তবে শীত ও বসন্তকালের জন্য অতি উপযোগী, রোগব্যাধি সহনশীল, গাছ অতি সতেজ। শুষ্ক মৌসুমের মাটিতেও চাষ করা যায়। শসা শীতকালে গাঢ় সবুজ, গরমকালে সবুজ, লম্বায় ৩০-৩৫ সেমি, শসা হলুদ বা সাদা হয় না। বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর গরমকালে এবং ৪৫ দিন পর শীতকালে শসা উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৩৫-৪৫ দিন	৪০০-৫০০

হাইব্রিড শসা ফ্যান্টাসী-১

গরম, বৃষ্টি ও ভাইরাস সহনশীল, বছরের যে কোনো সময় বীজ বপনের ২৮-৩০ দিনে ফলন পাওয়া যায়। শসা বর্ষাকালেও সবুজ থাকে, লম্বায় ৬ ইঞ্চি, ওজন ২০০ গ্রাম, ফাল্গুন থেকে কার্তিক বীজ বপনের সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
ফাল্গুন-কার্তিক	২৮-৩০ দিন	২০০

হাইব্রিড শসা ফ্যান্টাসী-২

গরম, বৃষ্টি ও ভাইরাস সহনশীল, উচ্চ ফলনশীল। শসা বর্ষাকালে সবুজ থাকে, লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি, ওজনে ২০০ গ্রাম, প্রচুর শাখা-প্রশাখা হয়। ফাল্গুন থেকে কার্তিক বীজ বপনের সময়, বছরের যে-কোনো সময় বীজ বপনের ২৮-৩০ দিনে ফলন পাওয়া যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
ফাল্গুন-কার্তিক	২৮-৩০ দিন	২০০

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

বীজের পরিমাণ: প্রতি একর জমির জন্য প্রায় ১৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয় (প্রতি শতাংশে প্রায় ১.৫ গ্রাম)।

বীজ বপন: ৩ ফুট দূরত্বে লাইন তৈরি করে এবং প্রতি ২ ফুট পরপর একটি করে বীজ বপন করতে হবে। তবে বিগ গ্রীন ও ওয়ান্ডার গ্রীণ জাতের ক্ষেত্রে ৪ ফুট দূরত্বে লাইন করে এবং ৩ ফুট পরপর বীজ বপন করতে হবে। একই স্থানে একাধিক গাছ থাকলে ফলন কমে যায়।

প্রথম কুঁড়ি/জালি কর্তন: প্রতিটি গাছের প্রথম ২-৩টি কুঁড়ি বা জালি ফুল অবস্থায় ছেঁটে দিতে হবে। এতে গাছের ভালো বৃদ্ধি হয় এবং বেশি ফলন পাওয়া যায়। ভালো ফলনের জন্য গাছের শাখা-প্রশাখা কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে।

খুঁটি বা মাচা: শসা অবশ্যই A টাইপের মাচায় চাষ করতে হবে। হাইব্রিড শসা শুষ্ক মৌসুমে খড় বা নাড়া বিছিয়ে মাটিতেও চাষ করা যায়, তবে বর্ষাকালে অবশ্যই A টাইপের মাচা ব্যবহার করতে হবে।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুতের শেষ পর্যায়ে নিচের টেবিলে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম।

হাইব্রিড শসা অলরাউন্ডার

সারা বছর চাষ করা যায়, ভাইরাসজনিত ও অন্যান্য রোগ সহনশীল, শসা সবুজ, লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি, ওজন ২০০ গ্রাম, বীজ বপনের ৩৫ দিন পর থেকে শসা উঠানো শুরু করা যায়, উচ্চ ফলনশীল, শসা সবুজ থাকে, হলুদ বা সাদা হয় না।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৩০-৩৫ দিন	২০০-৩০০

হাইব্রিড শসা অলরাউন্ডার-২

বারোমাসি, উচ্চ ফলনশীল, ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল জাত। শসা সবুজ, লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি, সবুজ থাকে, হলুদ বা সাদা হয় না। বীজ বপনের ৩৫ দিন পর থেকে শসা উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৩৫ দিন	২০০

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০ কেজি	৬০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
জিপসাম	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

শসা ও খিরা কচি অবস্থায় গাছ থেকে যত বেশি সংগ্রহ করা হবে, ফলন তত বেশি পাওয়া যাবে এবং বাজারে ভালো দাম পাওয়া যাবে। শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। জমি শুকিয়ে গেলে ফলন কমে যেতে পারে।

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	বীজ বপনের পর পরিপক্বতা	আকার	মন্তব্য
হাইব্রিড শসা ফরচুন-১	ফাল্গুন থেকে কার্তিক বীজ বপনের সময়	৩৫ দিন	লম্বায় ৬ ইঞ্চি	উচ্চ তাপ ও ভাইরাস সহনশীল
হাইব্রিড শসা বিগ গ্রীন	বারোমাস, তবে শীত ও বসন্তকালের জন্য উত্তম	গরমকালে ৩৫-৪০ দিন, শীতকালে ৪৫ দিন	লম্বায় ৩০-৩৫ সে.মি.	রোগ সহনশীল, শুষ্ক মৌসুমে চাষযোগ্য
হাইব্রিড শসা ফ্যান্টাসী-১	ফাল্গুন থেকে কার্তিক বীজ বপনের সময়	২৮-৩০ দিন	লম্বায় ৬ ইঞ্চি	গরম, বৃষ্টি ও ভাইরাস সহনশীল
হাইব্রিড শসা ফ্যান্টাসী-২	ফাল্গুন থেকে কার্তিক বীজ বপনের সময়	২৮-৩০ দিন	লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি	গরম, বৃষ্টি ও ভাইরাস সহনশীল
হাইব্রিড শসা অলরাউন্ডার	বারোমাস	৩০-৩৫ দিন	লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি	উচ্চ ফলনশীল জাত
হাইব্রিড শসা অলরাউন্ডার-২	বারোমাস	৩৫ দিন	লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি	ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ সহনশীল
হাইব্রিড শসা নাইস গ্রীন	ফাল্গুন থেকে কার্তিক বীজ বপনের সময়	৩৫ দিন	লম্বায় ৭-৯ ইঞ্চি	রং সবুজ, গরম ও বৃষ্টি সহনশীল
হাইব্রিড শসা ওয়ান্ডার গ্রীণ	শীত ও বসন্তকালের জন্য অতি উপযোগী	গরমকালে ৩৫-৪০ দিন, শীতকালে ৪৫ দিন	লম্বায় ৯-১০ ইঞ্চি	রোগ সহনশীল, হলুদ বা সাদা হয় না
হাইব্রিড শসা ফ্যান্টাসী গ্রীন	ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত	৩০-৩৫ দিনের মধ্যে	লম্বায় ১২-১৪ সে.মি.	গরম ও বৃষ্টি সহনশীল জাত
হাইব্রিড খিরা শতাব্দী	বারোমাস	৩০-৩৫ দিন	লম্বায় ৫ ইঞ্চি	রং সবুজ
হাইব্রিড খিরা শতাব্দী-২	বারোমাস	৩০-৩৫ দিন	লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি	সবুজ, হলুদ হয় না, Downy Mildew সহনশীল

*বীজ বপনের পর পরিপক্বতা

হাইব্রিড শসা নাইস গ্রীন

৭-৯ ইঞ্চি লম্বা, ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম, রং সবুজ, হলুদ হয় না, বীজ বপনের ৩৫ দিন পর শসা উঠানো শুরু করা যায়। ফাল্গুন থেকে কার্তিক বীজ বপনের সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
ফাল্গুন-কার্তিক	৩৫ দিন	৪০০-৫০০

হাইব্রিড শসা ওয়ান্ডার গ্রীণ

শীত ও বসন্তকালের জন্য অতি উপযোগী, রোগব্যাধি সহনশীল, গাছ অতি সতেজ। শসা শীতকালে গাঢ় সবুজ, গরমকালে সবুজ, হলুদ বা সাদা হয় না, লম্বায় ৯-১০ ইঞ্চি। বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর গরমকালে এবং ৪৫ দিন পর শীতকালে শসা উঠানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
শীত ও বসন্তকাল	৩৫-৪৫ দিন	৪০০-৫০০

হাইব্রিড শসা ফ্যান্টাসী গ্রীন

অতি উচ্চ ফলনশীল, গরম ও বৃষ্টি সহনশীল জাত, অনেক শাখা-প্রশাখা হয়, গিঁটে গিঁটে ফলন পাওয়া যায়। শসার আকার ১২-১৪ সেমি, রং সবুজ ও বর্ষাকালেও সবুজ থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চাষের জন্য উত্তম। সব মৌসুমেই বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে শসা সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
ফাল্গুন-কার্তিক	৩০-৩৫ দিন	১৮০-২০০

হাইব্রিড খিরা শতাব্দী

সারা বছর চাষ করা যায়, রং সবুজ, লম্বায় ৫ ইঞ্চি, ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম, বীজ বপনের মাত্র ৩০-৩৫ দিন পর থেকে খিরা উঠানো শুরু করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৩০-৩৫ দিন	১৫০-২০০

হাইব্রিড খিরা শতাব্দী-২

বারোমাসি, খিরা সবুজ, হলুদ হয় না, লম্বায় ৫-৬ ইঞ্চি, মোটা, ওজন ৩০০ গ্রাম, বীজ বপনের মাত্র ৩০-৩৫ দিন পর থেকে খিরা উঠানো শুরু করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৩০-৩৫ দিন	৩০০

*বীজ বপনের পর পরিপক্বতা

মিষ্টিকুমড়া

(Cucurbita maxima, Cucurbita moschata)

মিষ্টিকুমড়া খুবই পুষ্টিকর একটি সবজি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A, C ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান আছে, যা শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। বিশেষ করে চোখের স্বাস্থ্যের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী। মিষ্টিকুমড়া সাধারণত হলুদ বা কমলা বা কালচে বর্ণের হয় এবং স্বাদে মিষ্টি।

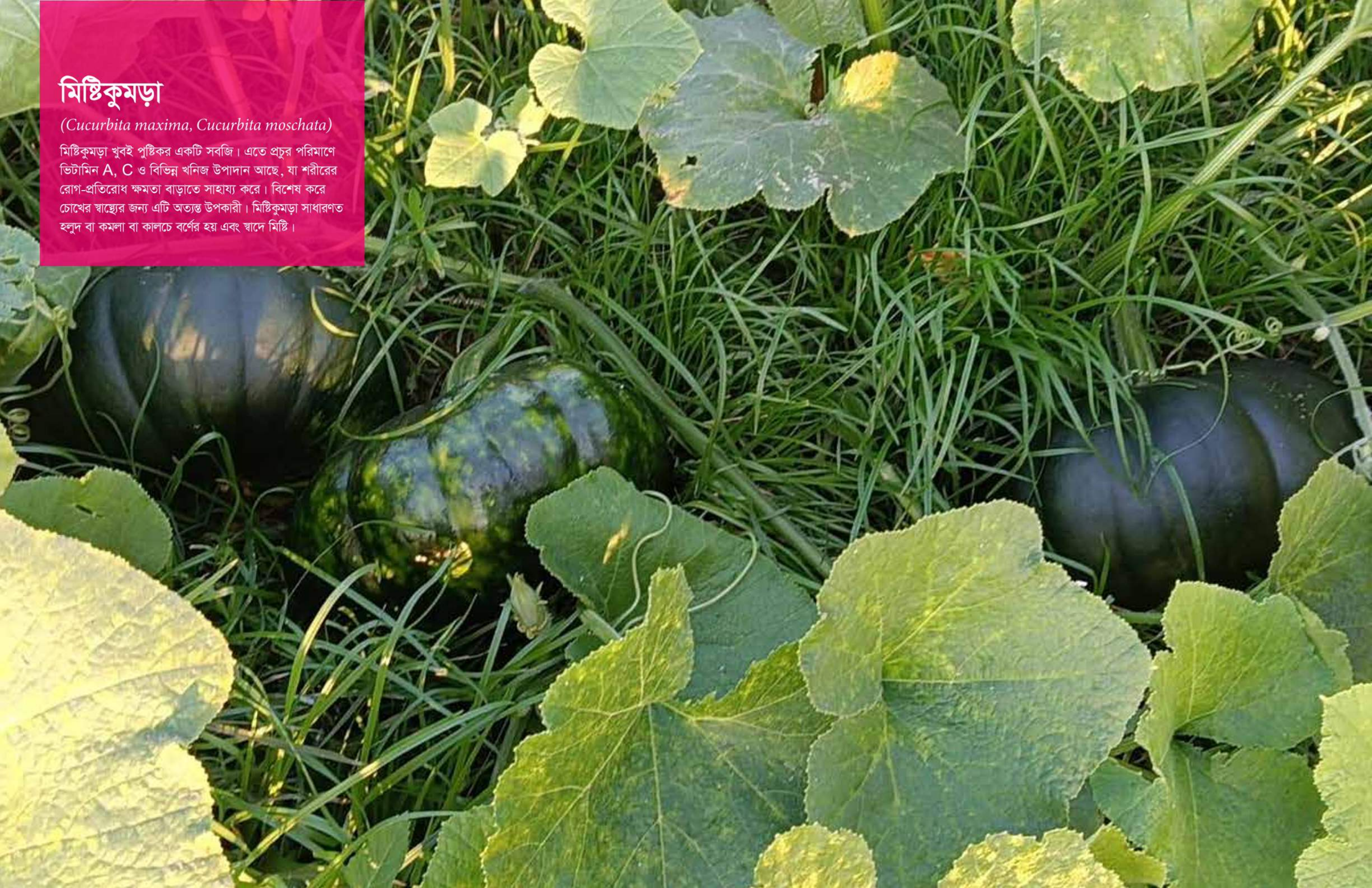

হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ব্যাংকক প্লাস

থাই মিষ্টিকুমড়ার আরেকটি বিবর্তিত জাত, গাছ খুব শক্তিশালী হয়। রোগব্যাধি সহনশীল। প্রথম শ্রেণির মিষ্টিকুমড়াটি ৪-৬ কেজি হতে পারে, খুব তাড়াতাড়ি পরিপক্ক হয়, বীজ বপনের ৭৫-৮০ দিন পর ফল সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৭৫-৮০ দিন	৪-৬ কেজি

হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া বেঙ্গল সুইট-১

বারোমাসি, গরম ও ভাইরাস সহনশীল, সহজেই চাষ করা যায়, সংরক্ষণের জন্য উৎকৃষ্ট। সবুজের মধ্যে বাদামি ও সাদা দাগ। ফল হাই ফ্লাট আকৃতির, খুবই ভরাট। গাঢ় হলুদ রঙের বাদামি স্বাদের মিষ্টি শাঁস। বপনের ৬০ দিনে ফলন সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬০ দিন	৪-৫ কেজি

হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া বেঙ্গল সুইট-২

বারোমাসি, গরম ও ভাইরাস সহনশীল, সহজেই ফলানো যায়, সংরক্ষণযোগ্য। সবুজের মধ্যে বাদামি ও সাদা ছিট। ফল হাই ফ্লাট আকৃতির, খুবই ভরাট। গাঢ় হলুদ রঙের বাদামি স্বাদের মিষ্টি শাঁস। বপনের ৬৫ দিনে কুমড়া সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬৫ দিন	৫-৬ কেজি

বীজের পরিমাণ: প্রতি একরে প্রায় ২৫০ গ্রাম বীজ ব্যবহার করতে হয়।

বপন দূরত্ব ও মাদা তৈরি: ৬ ফুট x ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে গর্ত বা মাদা তৈরি করতে হবে এবং প্রতিটি মাদায় একটি করে গাছ রাখা উচিত। গর্তের পরিমাপ দেড় ফুট চওড়া ও দেড় ফুট গভীর হতে হবে। এরপর গর্তের অর্ধেক অংশ গোবর বা জৈব সার দিয়ে এবং অবশিষ্ট অংশ মাটি দিয়ে পূরণ করে মাদা তৈরি করতে হবে। এতে ফলন বৃদ্ধি পায়, ফল দেখতে ভালো হয় এবং খেতে উপাদেয় হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা: গাছ বাড়তে শুরু করার আগেই জমিতে নাড়া বিছিয়ে দিতে হবে এবং মাচা বা জাংলা তৈরি করতে হবে। পোকায় আক্রান্ত বা অপুষ্ট ফলের জালি ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। শুষ্ক সময়ে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। মাচা বা জাংলার নিচে থাকা গাছের শাখা-প্রশাখা কেটে ফেলতে হবে। কচি অবস্থায় গাছ থেকে যত বেশি মিষ্টিকুমড়া উঠানো হবে, ফলন তত বেশি পাওয়া যাবে।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুতের শেষ চাষের সময় পাশের টেবিলে উল্লিখিত সারগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

বীজ বপনের ২০–২৫ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০–৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রতি শতাংশ জমিতে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্বতা	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ব্যাংকক প্লাস	বারোমাস	বীজ বপনের ৭৫-৮০ দিনে	৪-৬ কেজি	রোগ-সহনশীল
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া বেঙ্গল সুইট-১	বারোমাস	বীজ বপনের ৬০ দিনে	৪-৫ কেজি	গরম ও ভাইরাস সহনশীল, সংরক্ষণযোগ্য
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া বেঙ্গল সুইট-২	বারোমাস	বীজ বপনের ৬৫ দিনে	৫-৬ কেজি	গরম ও ভাইরাস সহনশীল, সংরক্ষণযোগ্য
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ব্যাংকক-১	ভদ্র-মাঘ বীজ বপনের সময়	বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিন পর	৪-৫ কেজি	গাঢ় সবুজ, চ্যাপটা
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ব্যাংকক-২	ভদ্র-মাঘ বীজ বপনের সময়	বীজ বপনের ৭০ দিন পর	৬-৭ কেজি	গাঢ় সবুজ, চ্যাপটা
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া স্মলসুইট	ভদ্র-মাঘ বীজ বপনের সময়	বীজ বপনের ৭০ দিন পর	২-৩ কেজি	খাওয়ায় মিষ্টি, সুস্বাদু, ভাইরাস সহনশীল
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া শান্তি	বারোমাস, তবে আগস্ট-জানুয়ারির উত্তম	বীজ বপনের ৬৫-৭০ দিন পর	৩-৫ কেজি	ভাইরাস সহনশীল

*বীজ বপনের পর পরিপক্বতা

হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ব্যাংকক-১

গাঢ় সবুজ, চ্যাপটা, ওজন ৪-৫ কেজি, সুস্বাদু, ৭০-৭৫ দিন পর ফলন সংগ্রহ করা যায়, ভাদ্র থেকে মাঘ বীজ বপনের সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
ভাদ্র-মাঘ	৭০-৭৫ দিন	৪-৫ কেজি

হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ব্যাংকক-২

গাঢ় সবুজ, চ্যাপটা, ওজন ৬-৭ কেজি, মিষ্টি ও সুস্বাদু, ৭০ দিন পর ফলন সংগ্রহ করা যায়, ভাদ্র থেকে মাঘ বীজ বপনের সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
ভাদ্র-মাঘ	৭০ দিন	৬-৭ কেজি

হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া স্মলসুইট

গাঢ় সবুজ, গোলাকার, ওজন ২-৩ কেজি, ৭০ দিন পর কুমড়া সংগ্রহ শুরু করা যায়, ভাদ্র থেকে মাঘ বীজ বপনের সময়। খেতে মিষ্টি, সুস্বাদু।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
ভাদ্র-মাঘ	৭০ দিন	২-৩ কেজি

হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া শান্তি

সবুজ ডোরাকাটা, চ্যাপটা, ওজন ৩-৫ কেজি, মিষ্টি ও সুস্বাদু, ৬৫ দিন পর ফলন সংগ্রহ শুরু করা যায়, ভাইরাস সহনশীল, বারোমাসি জাত, তবে আগস্ট থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত চাষের জন্য উত্তম সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬৫-৭০ দিন	৩-৫ কেজি

*বীজ বপনের পর পরিপক্বতা

চিচিঙ্গা

(Trichosanthes cucumerina)

চিচিঙ্গা একটি লম্বা আকৃতির সবজি। এটি সবুজ রঙের এবং বিভিন্ন তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। এটি সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য।

হাইব্রিড চিচিঙ্গা ব্ল্যাকস্টিক

জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাষের জন্য উপযুক্ত সময়। উত্তম ফলধারণক্ষমতা, দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়, চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ২৫০-৩০০ গ্রাম ওজনের ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের রং গাঢ় সবুজের মধ্যে সাদা লম্বা দাগ। স্বাদে মিষ্টি ও কচকচে হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর	৫০-৫৫ দিন	২৫০-৩০০ গ্রাম

হাইব্রিড চিচিঙ্গা বাম্পার

চারা রোপণের ৪৫ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ করা যায়। অধিক ফলধারণক্ষমতা, দীর্ঘদিন উচ্চ ফলন পাওয়া যায়, ফলের রং গাঢ় সবুজের মধ্যে সাদা লম্বা দাগ, ফলের দৈর্ঘ্য ২৫-৩৫ সেমি, ওজন ১৫০ গ্রাম, জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাষের জন্য উপযুক্ত সময়। দূরে পরিবহণের জন্য উপযোগী।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর	৪৫ দিন	১৫০ গ্রাম

হাইব্রিড চিচিঙ্গা রানার

জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাষের জন্য উপযুক্ত সময়। দীর্ঘদিন ফলন দেয়, ফলের রং সবুজের মধ্যে সাদা লম্বা দাগ। ফলের দৈর্ঘ্য ৪০-৪৫ সেমি, ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম, চারা রোপণের ৫০ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়, কচকচে ও সুস্বাদু।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর	৫০ দিন	২০০-৩০০ গ্রাম

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্বতা	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড চিচিঙ্গা ব্ল্যাকস্টিক	জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর চাষের জন্য সময়	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে	২৫০-৩০০ গ্রাম	উত্তম ফলধারণক্ষমতা, দীর্ঘদিন ফলন দেয়
হাইব্রিড চিচিঙ্গা বাম্পার	জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর চাষের জন্য সময়	চারা রোপণের ৪৫ দিন পর	১৫০ গ্রাম	অধিক ও উত্তম ফলধারণক্ষমতা
হাইব্রিড চিচিঙ্গা রানার	জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর চাষের জন্য সময়	চারা রোপণের ৫০ দিন পর	২০০-৩০০ গ্রাম	দীর্ঘদিন ফলন দেয়
হাইব্রিড চিচিঙ্গা রোহিনী	জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর চাষের জন্য সময়	চারা রোপণের ৫০ দিনের মধ্যে	১৫০-২০০ গ্রাম	চমৎকার ফলধারণক্ষমতা
হাইব্রিড চিচিঙ্গা ধবল	বারোমাস, তবে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরে উত্তম	চারা রোপণের ৪০-৪৭ দিনের মধ্যে	১৫০-১৬০ গ্রাম	ধলা (সাদা) খোসার চিচিঙ্গা

*চারা রোপণের পর পরিপক্বতা

বীজের পরিমাণ: চিচিঙ্গার জন্য প্রতি একর জমিতে ৩০০ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

বীজ বপনের সময়: চিচিঙ্গা মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বপন করা যায়। উল্লেখ্য, অগ্রহায়ণ মাসে চারা প্রস্তুত করে মাঘ মাসে জমিতে রোপণ করলে আগাম ফলন পাওয়া যায় এবং বাজারে ভালো দাম পাওয়া সম্ভব।

বীজ বপন ও চারা রোপণের দূরত্ব: বীজ সরাসরি জমিতে না বপন করে পলিব্যাগ বা প্যাকেটে চারা তৈরি করে ১০-১২ দিন বয়সে রোপণ করা উত্তম। ৬ ফুট x ৬ ফুট দূরত্বে মাদা বা গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে একটি করে গাছ রাখতে হবে। উর্বর জমির ক্ষেত্রে ৮ ফুট x ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। শীতকালে বীজ বপনের সময় বীজের মুখ সামান্য ফাটিয়ে বপন করা প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুতের শেষ চাষের সময় নিচে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম। চারা রোপণ বা বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পরে প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পরে দ্বিতীয়বার প্রতি একরে ২০ কেজি ইউরিয়া ও ১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে (প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম পটাশ)।

অন্যান্য পরিচর্যা: গাছের জন্য মাচা বা জাংলা তৈরি করা আবশ্যক। গাছের ডগা যেন চারদিকে সমান-ভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। মূল কাণ্ড রেখে মাচা বা জাংলার নিচের সব ডালপালা কেটে ছাঁটাই করতে হবে। প্রতি গাছে প্রথম দিকের ২-৩টি জালি বা কচি ফল ফেলে দিলে ফলন বাড়ে। এছাড়া দুর্বল বা পোকা-আক্রান্ত ফলও অপসারণ করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

জমিতে সবসময় পর্যাপ্ত জৈব সার, যেমন- গোবর, কম্পোস্ট, পচা আবর্জনা ও সবুজ সার ব্যবহার করা উচিত। জৈব সার মাটির উর্বরতা বজায় রাখে। শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির উৎপাদন-ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। তাই সচেতনভাবে জৈব সার ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	পর্যাপ্ত পরিমাণ	পর্যাপ্ত পরিমাণ
ইউরিয়া	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

হাইব্রিড চিচিঙ্গা রোহিনী

চমৎকার ফল ধারণক্ষমতা, ফলের রং সবুজের মধ্যে সাদা লম্বা দাগ, লম্বা ৩০-৩৫ সেমি, ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম, চারা রোপণের ৫০ দিনের মধ্যে চিচিঙ্গা সংগ্রহ করা যায়। জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাষের জন্য উপযুক্ত সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর	৫০ দিন	১৫০-২০০ গ্রাম

হাইব্রিড চিচিঙ্গা ধবল

ধলা (সাদা) খোসার চিচিঙ্গা। ফলের আকার দৈর্ঘ্য ২৫ সেমি, ওজন ১৫০-১৬০ গ্রাম, চারা রোপণের ৪০-৪৭ দিনের মধ্যে চিচিঙ্গা সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৪০-৪৭ দিন	১৫০-১৬০ গ্রাম

*চারা রোপণের পর পরিপক্বতা

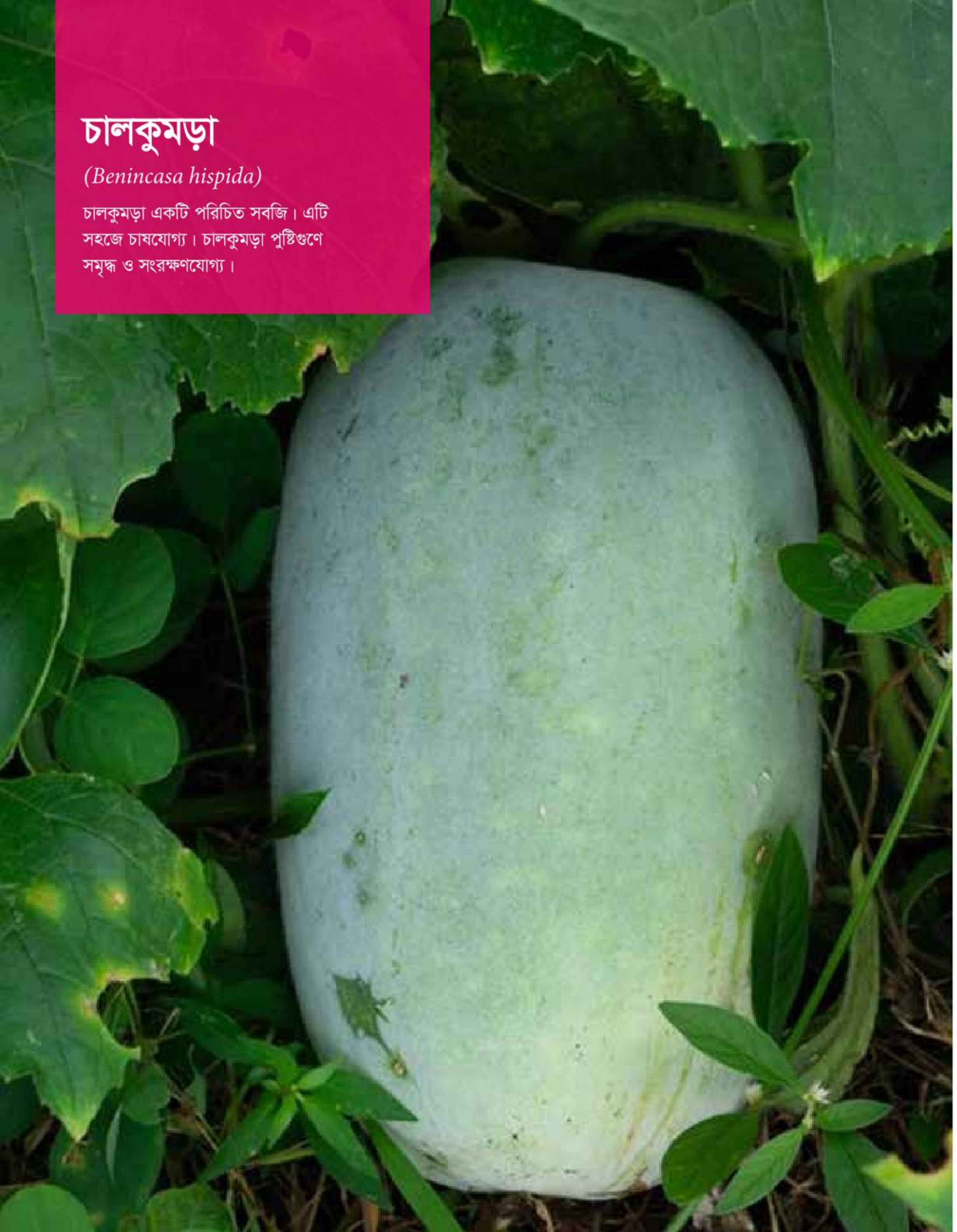

চালকুমড়া

(Benincasa hispida)

চালকুমড়া একটি পরিচিত সবজি। এটি সহজে চাষযোগ্য। চালকুমড়া পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ও সংরক্ষণযোগ্য।

হাইব্রিড চালকুমড়া অল গ্রীন

ব্লক আকারের সবুজের মধ্যে হালকা হলুদাভ যুক্ত চালকুমড়া হয়। ফলের আকার ১২ x ২০ সেমি, ওজন ১-১.২ কেজি। চারা রোপণের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে চালকুমড়া সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৬৫-৭০ দিন	১-১.২ কেজি

হাইব্রিড চালকুমড়া গ্রীন গোল্ড

আর্কষণীয় সবুজ রং, লম্বাটে, ওজন ১.৫-২ কেজি, দেরিতে চুন হয়, ৫০-৫৫ দিন পর ফল সংগ্রহ শুরু করা যায়, বারোমাস চাষ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৫০-৫৫ দিন	১.৫-২ কেজি

হাইব্রিড চালকুমড়া থাই এক্সপ্রেস

বারোমাসি, সবুজ খাটো ফল, ওজন জালি ১.৫-২ কেজি, পাকা ৪-৫ কেজি, দেরিতে চুন হয়। ৫০ দিন পর কুমড়া সংগ্রহ করা যায়, সারা বছর চাষ করা যায়, শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে ফলানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়	ওজন
বারোমাস	৪৫-৫০ দিন	১.৫-৫ কেজি

জাত	চাষের সময়	পরিপক্কতা	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড চালকুমড়া অল গ্রীন	বারোমাস	চারা রোপণের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে	১-১.২ কেজি	ব্লক আকারের সবুজের মধ্যে হালকা হলুদাভ রঙের
হাইব্রিড চালকুমড়া গ্রীন গোল্ড	বারোমাস	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	১.৫-২ কেজি	আর্কষণীয় সবুজ রং, লম্বাটে, দেরিতে চুন হয়
হাইব্রিড চালকুমড়া থাই এক্সপ্রেস	বারোমাস	৪৫-৫০ দিন পর সংগ্রহযোগ্য	জালি ১.৫-২ কেজি, পাকা ৪-৫ কেজি	সবুজ খাটো ফল, দেরিতে চুন হয়

বীজের পরিমাণ: চালকুমড়ার জন্য প্রতি একরে প্রায় ১৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

বপন দূরত্ব ও মাদা তৈরি: ৬ ফুট x ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে গর্ত বা মাদা তৈরি করতে হবে এবং প্রতিটি মাদায় একটি করে গাছ রাখা ভালো। গর্তের পরিমাপ দেড় ফুট চওড়া ও দেড় ফুট গভীর হওয়া উচিত। এরপর গর্তের অর্ধেক অংশ গোবর বা জৈব সার দিয়ে এবং অবশিষ্ট অংশ মাটি দিয়ে পূরণ করে মাদা তৈরি করতে হবে। এতে ফলন বৃদ্ধি পায়, ফল আকর্ষণীয় হয় এবং খেতে উপাদেয় হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা: গাছের বৃদ্ধির পূর্বেই জমিতে নাড়া বিছিয়ে দিতে হবে। গাছের জন্য মাচা তৈরি করতে হবে। আক্রান্ত বা অপুষ্ট ফল অপসারণ করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত পানি দিতে হবে। মাচার নিচের চালকুমড়া গাছের শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই করতে হবে। কচি অবস্থায় গাছ থেকে যত বেশি চালকুমড়া আহরণ করা হবে, ফলন তত বেশি হবে।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুতের শেষ চাষের সময় পাশের টেবিলে উল্লিখিত সারগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম। বীজ বপনের ২০–২৫ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০–৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রতি শতাংশ জমিতে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

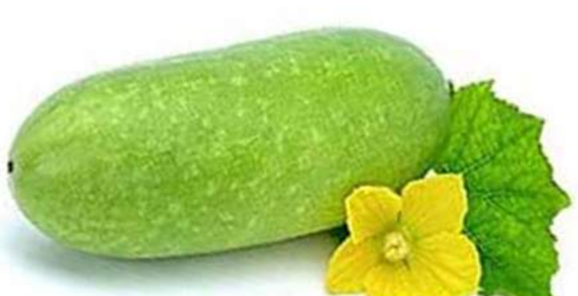

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

লাউ

(Lagenaria siceraria)

লাউ একটি বহুল পরিচিত সবজি। এটি সহজলভ্য ও খুবই উপকারী একটি সবজি। লাউ শরীরকে ঠান্ডা রাখে এবং হজমে সাহায্য করে।

হাইব্রিড লাউ জামালী

সারা বছর চাষ করা যায়, বপনের ৪৫ দিনের মধ্যে লাউ সংগ্রহ করা যায়। লম্বা ৩৫-৪০ সেমি, ওজন ২-৩ কেজি। লাউয়ের রং সবুজের মধ্যে সাদা দাগ।

চাষের সময়	ফলনের সময়**	ওজন
বারোমাস	৪৫ দিন	২-৩ কেজি

হাইব্রিড লাউ কঁচি

হালকা সবুজ, লম্বায় ১৫-১৬ ইঞ্চি, ওজন ২-৩ কেজি, রোপণের ৪০ দিন পর থেকে লাউ উঠানো শুরু করা যায়। বারোমাস চাষ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৪০ দিন	২-৩ কেজি

হাইব্রিড লাউ প্রলিফিক

গোলাকার, হালকা সবুজ, ওজন ২-৩ কেজি, রোপণের ৪০ দিন পর লাউ উঠানো শুরু করা যায়। বারোমাসি জাত।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৪০ দিন	২-৩ কেজি

বীজের পরিমাণ: লাউ চাষের জন্য প্রতি একরে আনুমানিক ২৫০ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

বপন দূরত্ব ও মাদা তৈরি: ৬ ফুট x ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে গর্ত বা মাদা তৈরি করতে হবে এবং প্রতিটি মাদায় একটি করে গাছ রাখা ভালো। গর্তের পরিমাপ দেড় ফুট চওড়া ও দেড় ফুট গভীর হওয়া উচিত। এরপর গর্তের অর্ধেক অংশ গোবর বা জৈব সার দিয়ে এবং অবশিষ্ট অংশ মাটি দিয়ে পূরণ করে মাদা তৈরি করতে হবে। এতে ফলন বৃদ্ধি পায়, ফল আকর্ষণীয় হয় এবং খেতে উপাদেয় হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা: লাউ গাছ বেড়ে উঠার আগেই নাড়া বিছিয়ে দিতে হবে এবং অবশ্যই গাছের জন্য মাচা বা জাংলা তৈরি করতে হবে। পোকায় আক্রান্ত বা অপুষ্ট ফলের জালি ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত পানি দিতে হবে। মাচা বা জাংলার নিচে থাকা শাখা-প্রশাখা কেটে ফেলতে হবে। কচি অবস্থায় গাছ থেকে যত বেশি লাউ উঠানো হবে, ফলন তত বেশি পাওয়া যাবে।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুতের শেষ চাষের সময় পাশের টেবিলে উল্লিখিত সারগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম। বীজ বপনের ২০–২৫ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০–৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রতি শতাংশ জমিতে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

হাইব্রিড লাউ ঝিনাই

আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ বর্ণের, লম্বা ২০-২৫ ইঞ্চি, ওজন ৩-৫ কেজি, চারা রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর থেকে লাউ উঠানো শুরু করা যায়। সারা বছর ফলে।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
বারোমাস	৪৫-৫০ দিন	৩-৫ কেজি

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড লাউ জামালী	বারোমাস	বীজ বপনের ৪৫ দিনের মধ্যে	২-৩ কেজি	সবুজের মধ্যে সাদা দাগ রঙের ফল
হাইব্রিড লাউ কঁচি	বারোমাস	চারা রোপণের ৪০ দিন পর	২-৩ কেজি	হালকা সবুজ রঙের ফল
হাইব্রিড লাউ প্রলিফিক	বারোমাস	চারা রোপণের ৪০ দিন পর	২-৩ কেজি	গোলাকার, হালকা সবুজ রঙের ফল
হাইব্রিড লাউ ঝিনাই	বারোমাস	চারা রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর	৩-৫ কেজি	আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ বর্ণের ফল

*চারা রোপণের পর পরিপক্কতা
**বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

করলা ও উচ্ছে

Momordica charantia L.

করলা ও উচ্ছে পরিচিত সবজি। এটি সবুজ বর্ণের ও স্বাদে তিক্ত। বিভিন্ন ধরনের রান্না ও ভাজিতে ব্যবহৃত হয়। এতে ওষুধি গুণ ও ভিটামিন বিদ্যমান, যা শরীরের জন্য উপকারী।

হাইব্রিড করলা জাম্বো প্লাস

দ্রুতবর্ধনশীল, শক্তিশালী উচ্চ ফলনশীল, অধিক অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন জাত, করলার আকার ৭ X ৩২ সেমি, ওজন ৪৯০ গ্রাম, বপনের ৪৭ দিনের মধ্যে করলা সংগ্রহ করা যায়, সারা বছর চাষ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৪৭ দিন	৪৯০

হাইব্রিড করলা জাম্বো

কাঁটাওয়ালা, সবুজ, লম্বায় ১২-১৪ ইঞ্চি, ওজন ৫০০ গ্রাম, বপনের ৪৫ দিন পর থেকে সংগ্রহ করা যায়, বারোমাসি, শক্তিশালী, রোগব্যাধি সহনশীল, উচ্চ ফলনশীল, দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৪৫ দিন	৫০০

হাইব্রিড করলা জাম্বো-২

উচ্চ তাপ সহনশীল জাত, করলার আকার ৫-২৩ সেমি, ওজন ১৫৭ গ্রাম, বপনের ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে করলা সংগ্রহ করা যায়, দূরে পরিবহণের জন্য উত্তম।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৪৫-৫০ দিন	১৫৭

বীজের প্রয়োজন: প্রতি একর জমিতে ৩০০ গ্রাম করলার জন্য বীজ প্রয়োজন।

বীজ বপনের সময়: করলা সারা বছরই চাষযোগ্য।

বীজ বপন ও চারা রোপণের দূরত্ব: বীজ সরাসরি জমিতে না বপন করে পলিব্যাগ বা প্যাকেটে চারা তৈরি করে ১০-১২ দিন বয়সে রোপণ করা উত্তম। ৬ ফুট X ৬ ফুট দূরত্বে মাদা বা গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে একটি করে গাছ রাখতে হবে। উর্বর জমির ক্ষেত্রে ৮ ফুট X ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। শীতকালে বীজ বপনের সময় বীজের মুখ সামান্য ফাটিয়ে বপন করা প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুতের শেষ চাষের সময় পাশের টেবিলে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম। চারা রোপণ বা বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পরে প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পরে দ্বিতীয়বার প্রতি একরে ২০ কেজি ইউরিয়া ও ১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে (প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম পটাশ)।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

অন্যান্য পরিচর্যা: গাছের জন্য মাচা বা জাংলা তৈরি করা আবশ্যক। গাছের ডগা যেন চারদিকে সমানভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। মূল কাণ্ড রেখে মাচা বা জাংলার নিচের সব ডালপালা কেটে ছাঁটাই করতে হবে। প্রতি গাছে প্রথম দিকের ২-৩টি কচি ফল বা জালি অপসারণ করলে ফলন বাড়ে। এছাড়া দুর্বল বা পোকা-আক্রান্ত ফলও অপসারণ করতে হবে। উচ্ছে করলা গুডবয় ও মিনি শুষ্ক মৌসুমে খড় বা নাড়া বিছিয়ে চাষ করা যায়। শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা*	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড করলা জাম্বো প্লাস	বারোমাস	৪৭ দিনের মধ্যে	৪৯০ গ্রাম	দ্রুত বর্ধনশীল, শক্তিশালী উচ্চ ফলনশীল
হাইব্রিড করলা জাম্বো	বারোমাস	৪৫ দিন পর	৫০০ গ্রাম	রোগ সহনশীল, উচ্চ ফলনশীল, দীর্ঘদিন ফলন দেয়
হাইব্রিড করলা জাম্বো-২	বারোমাস	৪৫-৫০ দিনের মধ্যে	১৫৭ গ্রাম	দূরে পরিবহণযোগ্য
হাইব্রিড উচ্ছে করলা ম্যাক্সি	বারোমাস	৪০ দিন পর	৮০ গ্রাম	শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে ফলানো যায়
হাইব্রিড করলা (উচ্ছে) মিনি	বারোমাস	৪০ দিন পর	৫০-৬০ গ্রাম	শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে ফলানো যায়, দীর্ঘদিন ফলন দেয়
হাইব্রিড করলা চট্টলা	বারোমাস	৪০-৪৫ দিন পর	২৮০ গ্রাম	রোগব্যাধি ও তাপ সহনশীল, দীর্ঘদিন ফলন দেয়
হাইব্রিড করলা গুডবয়	বারোমাস	৪০-৪৫ দিন পর	১৫০-২০০ গ্রাম	শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে ফলানো যায়, দীর্ঘদিন ফলন দেয়
হাইব্রিড করলা হাজারী-১	বারোমাস	৩০-৩৫ দিনের মধ্যে	৬০-৬৫ গ্রাম	দীর্ঘদিন ফলন দেয়
হাইব্রিড করলা ইউরেকা	বারোমাস	৪০ দিন পর	৪০০-৬০০ গ্রাম	উর্বর জমিতে অতি উচ্চ ফলন পাওয়া যায়
হাইব্রিড করলা লিবার্টি	বারোমাস	৪০ দিন পর	৫০০-৭০০ গ্রাম	দীর্ঘদিন ফলন দেয় এবং গাছের সব করলা এক আকৃতির হয়

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

হাইব্রিড উচ্ছে করলা ম্যাক্সি

বারোমাসি, সবুজ, কাঁটাওয়ালা ফল। দৈর্ঘ্য ১২ সেমি, ওজন ৮০ গ্রাম, বীজ বপনের ৪০ দিন পর ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়, শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে ফলানো যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৪০ দিন	৮০

হাইব্রিড করলা (উচ্ছে) মিনি

বারোমাসি, সবুজ, কাঁটাওয়ালা, লম্বা ৩-৪ ইঞ্চি, ওজন ৫০-৬০ গ্রাম, বীজ বপনের ৪০ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়, শুষ্ক মৌসুমে মাটিতে ফলানো যায়, দীর্ঘদিন ফলন দেয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৪০ দিন	৫০-৬০

হাইব্রিড করলা চট্টলা

বারোমাসি, কাঁটাওয়ালা, রং সাদা, লম্বায় ১২ ইঞ্চি, ওজন ২৮০ গ্রাম, বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর সংগ্রহ করা যায়, গাছ শক্তিশালী, রোগব্যাধি সহনশীল, দীর্ঘদিন ফলন দেয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৪০-৪৫ দিন	২৮০

জমিতে সবসময় পর্যাপ্ত জৈব সার, যেমন- গোবর, কম্পোস্ট, পচা আবর্জনা ও সবুজ সার ব্যবহার করা উচিত। জৈব সার মাটির উর্বরতা বজায় রাখে। শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। তাই সচেতনভাবে জৈব সার ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে।

হাইব্রিড করলা গুডবয়

বারোমাসি জাত, ফল কাঁটাওয়ালা, সবুজ, লম্বায় ৭-৮ ইঞ্চি। ফলের ওজন ১৫০-২০০ গ্রাম। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর থেকে ফসল উঠানো শুরু করা যায়। শুষ্কতা সহনশীল, ফলে শুষ্ক মৌসুমে মাটিতেই ফলানো যায়, মাচার প্রয়োজন হয় না। গাছ দীর্ঘদিন ফলন দেয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৪০-৪৫ দিন	১৫০-২০০

হাইব্রিড করলা হাজারী-১

সারা বছর চাষ করা যায়। দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়, বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে ৬০-৬৫ গ্রাম ওজনের উচ্ছে সংগ্রহ করা যায়। আকর্ষণীয় সবুজ বর্ণের কাঁটাওয়ালা উৎকৃষ্ট মানের উচ্ছে হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৩০-৩৫ দিন	৬০-৬৫

হাইব্রিড করলা ইউরেকা

উচ্চ ফলন, বীজ বপনের ৪০ দিন পর করলা উঠানো শুরু করা যায়, কাঁটাওয়ালা, সবুজ, লম্বা ১০-১২ ইঞ্চি, ওজন ৪০০-৬০০ গ্রাম, উর্বর জমিতে অতি উচ্চ ফলন পাওয়া যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৪০ দিন	৪০০-৬০০

হাইব্রিড করলা লিবার্টি

বারোমাসি, কাঁটাওয়ালা, গাঢ় সবুজ, ১৪-১৫ ইঞ্চি, ওজন ৫০০-৭০০ গ্রাম, বীজ বপনের ৪০ দিন পর থেকে সংগ্রহ করা যায়, দীর্ঘদিন ফলন দেয় এবং গাছের সব করলা প্রায় একই আকৃতির হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
বারোমাস	৪০ দিন	৫০০-৭০০

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

ঝিঙা

(Luffa acutangula)

ঝিঙা একটি লম্বা আকৃতির সবজি। এটি সবুজ রঙের এবং বিভিন্ন তরকারিতে ব্যবহৃত হয়। এটি সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য।

হাইব্রিড ঝিঙা বাউন্ডারী

গাঢ় সবুজ রঙের, লম্বা ৪৫-৫০ সেমি, ওজন ৩০০ গ্রাম, বপনের ৩৫-৪০ দিন পর ঝিঙা সংগ্রহ করা যায়। উচ্চ ফলনশীল, অতি অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন ও সুস্বাদু, জানুয়ারি থেকে মার্চ এবং আগস্ট থেকে অক্টোবর বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
জানুয়ারি-মার্চ আগস্ট-অক্টোবর	৩৫-৪০ দিন	৩০০

হাইব্রিড ঝিঙা নিলিমা

মধ্য জানুয়ারি থেকে শেষ মার্চ এবং জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চাষের উপযুক্ত সময়, আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ঝিঙার আকার ৩.৩ X ২৮ সেমি, ওজন ১৮৮ গ্রাম, বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ঝিঙা সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
জানুয়ারি-মার্চ জুলাই-সেপ্টেম্বর	৩৫-৪০ দিন	১৮৮

হাইব্রিড ঝিঙা সংক্রান

জানুয়ারি-অক্টোবর বপনের উপযুক্ত সময়, তবে অঞ্চলভেদে বারোমাস। আকর্ষণীয় সবুজ ঝিঙার বোটার দিকে প্রশস্ত, আকার ৪.২ X ২৪ সেমি, উচ্চ ফলনশীল, বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়। প্যাকিং ও দূরে পরিবহণযোগ্য।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
জানুয়ারি-অক্টোবর	৩৫-৪০ দিন	১৫০-২০০

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

বীজের পরিমাণ: ঝিঙার জন্য প্রতি একর জমিতে ৩০০ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

বীজ বপনের সময়: জাতের ওপর নির্ভর করে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

বীজ বপন ও চারা রোপণের দূরত্ব: বীজ সরাসরি জমিতে না বপন করে পলিব্যাগ বা প্যাকেটে চারা তৈরি করে ১০-১২ দিন বয়সে রোপণ করা উত্তম। ৬ ফুট X ৬ ফুট দূরত্বে মাদা বা গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে একটি করে গাছ রাখতে হবে। উর্বর জমির ক্ষেত্রে ৮ ফুট X ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। শীতকালে বীজ বপনের সময় বীজের মুখ সামান্য ফাটিয়ে বপন করা প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুতের শেষ চাষের সময় নিচে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম। চারা রোপণ বা বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পরে প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পরে দ্বিতীয়বার প্রতি একরে ২০ কেজি ইউরিয়া ও ১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে (প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম পটাশ)।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

অন্যান্য পরিচর্যা: গাছের জন্য মাচা বা জাংলা তৈরি করা আবশ্যক। গাছের ডগা যেন চারদিকে সমানভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। মূল কাণ্ড রেখে মাচা বা জাংলার নিচের সব ডালপালা কেটে ছাঁটাই করতে হবে। প্রতি গাছে প্রথম দিকের ২-৩টি জালি বা কচি ফল ফেলে দিলে ফলন বাড়ে। এছাড়া দুর্বল বা পোকা-আক্রান্ত ফলও অপসারণ করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

জমিতে সবসময় পর্যাপ্ত জৈব সার, যেমন- গোবর, কম্পোস্ট, পচা আবর্জনা ও সবুজ সার ব্যবহার করা উচিত। জৈব সার মাটির উর্বরতা বজায় রাখে। শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। তাই সচেতনভাবে জৈব সার ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে।

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা*	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড ঝিঙা বাউন্ডারী	জানুয়ারি-মার্চ ও আগস্ট-অক্টোবর বপনের সময়	৩৫-৪০ দিন পর	৩০০ গ্রাম	উচ্চ ফলনশীল, অতি অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন ও সুস্বাদু
হাইব্রিড ঝিঙা নিলিমা	মধ্য জানুয়ারি-মার্চ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর	৩৫-৪০ দিনের মধ্যে	১৮৮ গ্রাম	আকর্ষণীয় সবুজ রঙের
হাইব্রিড ঝিঙা সংক্রান	জানুয়ারি-অক্টোবর বপনের সময়	৩৫-৪০ দিনের মধ্যে	১৫০-২০০ গ্রাম	উচ্চ ফলনশীল, সংরক্ষণ, প্যাকিং ও দূরে পরিবহণযোগ্য

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

ধুন্দল

(Luffa aegyptiaca)

ধুন্দল একটি সবুজ রঙের সবজি। এটি নরম ও হালকা স্বাদের। রান্নায় বহুল ব্যবহৃত এবং পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ।

হাইব্রিড ধুন্দল কর্ণফুলী

ধুন্দল সাদা বর্ণের, বীজ কালো, লম্বায় ১৫-১৬ ইঞ্চি, ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম, বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর থেকে ধুন্দল সংগ্রহ শুরু করা যায়। মাঘ থেকে আশ্বিন বীজ বপনের সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
মাঘ-আশ্বিন	৩৫-৪০ দিন	৪০০-৫০০

হাইব্রিড ধুন্দল মিয়ান

ধুন্দল সাদা বর্ণের, বীজ কালো, লম্বায় ১৮-২০ ইঞ্চি, ওজন ৩৫০-৫০০ গ্রাম, বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর থেকে ধুন্দল সংগ্রহ করা যায়। মাঘ থেকে আশ্বিন বীজ বপনের সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
মাঘ-আশ্বিন	৩৫-৪০ দিন	৩৫০-৫০০

হাইব্রিড ধুন্দল হোয়াইট ডিলাইট

ধুন্দল সাদা, বীজ সাদা, লম্বায় ১২-১৪ ইঞ্চি, ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম, বপনের ৩৫-৪০ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়। দূরে পরিবহণের উপযোগী। মাঘ-আশ্বিন বীজ বপনের সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
মাঘ-আশ্বিন	৩৫-৪০ দিন	২০০-৩০০

বীজের পরিমাণ: ধুন্দলের চাষের জন্য প্রতি একর জমিতে ১৫০ গ্রাম বীজ লাগে।

বীজ বপনের সময়: ধুন্দল মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বপন করা যায়। তবে অগ্রহায়ণ মাসে চারা প্রস্তুত করে মাঘ মাসে জমিতে রোপণ করলে আগাম ফলন পাওয়া যায় এবং বাজারে ভালো দাম পাওয়া সম্ভব।

বীজ বপন ও চারা রোপণের দূরত্ব: বীজ সরাসরি জমিতে না বপন করে পলিব্যাগ বা প্যাকেটে চারা তৈরি করে ১০-১২ দিন বয়সে রোপণ করা উত্তম। ৬ ফুট X ৬ ফুট দূরত্বে মাদা বা গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে একটি করে গাছ রাখতে হবে। উর্বর জমির ক্ষেত্রে ৮ ফুট X ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। শীতকালে বীজ বপনের সময় বীজের মুখ সামান্য ফাটিয়ে বপন করা প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ: জমি প্রস্তুতের শেষ চাষের সময় পাশের টেবিলে উল্লিখিত সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম। চারা রোপণ বা বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পরে প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পরে দ্বিতীয়বার প্রতি একরে ২০ কেজি ইউরিয়া ও ১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে (প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম পটাশ)।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণে	প্রচুর পরিমাণে
ইউরিয়া	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
টিএসপি	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	৪০ কেজি	৪০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

অন্যান্য পরিচর্যা: গাছের জন্য মাচা বা জাংলা তৈরি করা আবশ্যক। গাছের ডগা যেন চারদিকে সমানভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। মূল কাণ্ড রেখে মাচা বা জাংলার নিচের সব ডালপালা কেটে ছাঁটাই করতে হবে। প্রতি গাছে প্রথম দিকের ২-৩টি কচি ফল বা জালি অপসারণ করলে ফলন বাড়ে। এছাড়া দুর্বল বা পোকা-আক্রান্ত ফলও অপসারণ করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা*	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড ধুন্দল কর্ণফুলী	মাঘ-আশ্বিন বপনের সময়	৩৫-৪০ দিন পর	৪০০-৫০০ গ্রাম	ধুন্দল সাদা বর্ণের, বীজ কালো
হাইব্রিড ধুন্দল মিয়ান	মাঘ-আশ্বিন বপনের সময়	৩৫-৪০ দিন পর	৩৫০-৫০০ গ্রাম	ধুন্দল সাদা বর্ণের, বীজ কালো
হাইব্রিড ধুন্দল হোয়াইট ডিলাইট	মাঘ-আশ্বিন বপনের সময়	৩৫-৪০ দিন পর	২০০-৩০০ গ্রাম	ধুন্দল সাদা, বীজ সাদা, দূরে পরিবহণযোগ্য
হাইব্রিড ধুন্দল সর্ট ডিলাইট	মাঘ-আশ্বিন বপনের সময়	৪০-৪৫ দিন পর	১৭০-২০০ গ্রাম	ধুন্দল সাদা, বীজ কালো, দূরে পরিবহণযোগ্য

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

হাইব্রিড ধুন্দল সর্ট ডিলাইট

ধুন্দল সাদা, বীজ কালো, লম্বায় ৬ ইঞ্চি, ওজন ১৭০-২০০ গ্রাম, দূরে পরিবহণে অতি উপযোগী, বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর ফসল সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
মাঘ-আশ্বিন	৪০-৪৫ দিন	১৭০-২০০

জমিতে সবসময় পর্যাপ্ত জৈব সার, যেমন- গোবর, কম্পোস্ট, পচা আবর্জনা ও সবুজ সার ব্যবহার করা উচিত। জৈব সার মাটির উর্বরতা বজায় রাখে। শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। তাই সচেতনভাবে জৈব সার ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে।

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

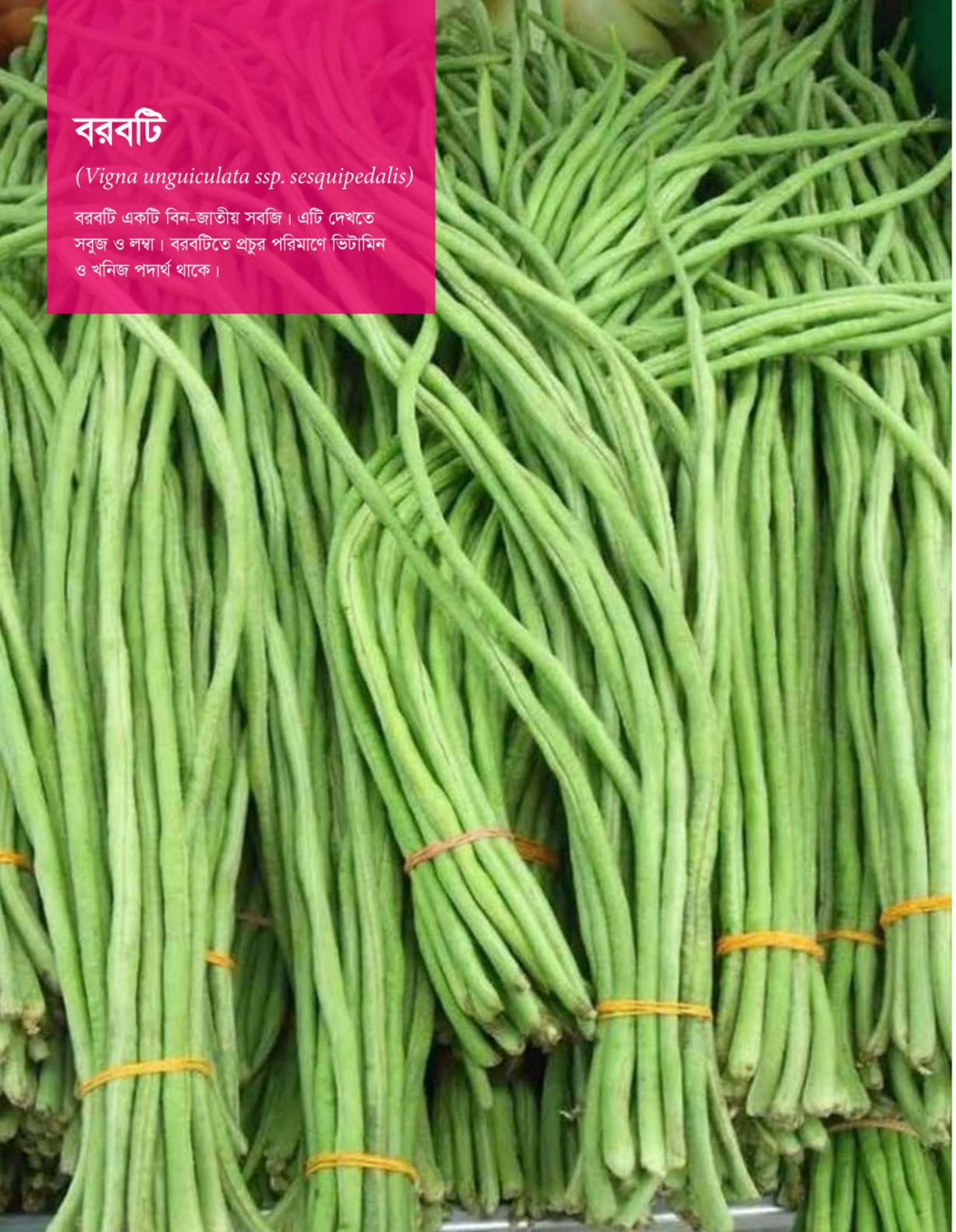

বরবটি

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis)

বরবটি একটি বিন-জাতীয় সবজি। এটি দেখতে সবুজ ও লম্বা। বরবটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকে।

বরবটি বারোমাসী গ্রিন

অতি উচ্চ ফলনশীল বারোমাসি গ্রিন জাতটি সারা বছর চাষ করা যায়। সবুজ রঙের বরবটির আকার ০.৮ X ৬৫ সেমি, লালচে-বাদামি রঙের বীজ, বেগুনি রঙের পড। বীজ বপনের অল্প দিনের (৩৮-৪০) মধ্যে বরবটি সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	আকার
বারোমাস	৩৮-৪০ দিন	৬৫ সেমি

বরবটি স্টিকলেস

গাছ খুব শক্তিশালী ও উচ্চ ফলনশীল খাটো জাতের বারোমাসি বরবটি। সবুজ রঙের ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা ডাটায় থোকায় থোকায় বরবটি হয়, মাচা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। রোগ-বালাই সহনশীল জাত, সহজেই ফলানো যায়, দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	আকার
বারোমাস	৫০-৫৫ দিন	১০-১২ ইঞ্চি

বরবটি গ্রীন পড

জানুয়ারি থেকে মার্চ এবং জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর চাষ করার উপযুক্ত সময়। গাঢ় সবুজ রঙের বরবটি। কালো রঙের বীজ বপনের ৫০ দিনের মধ্যে বরবটি সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	আকার
জানুয়ারি-মার্চ জুলাই-সেপ্টেম্বর	৫০ দিন	৫০-৬০ সেমি

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্কতা	দৈর্ঘ্য	মন্তব্য
বরবটি বারোমাসী গ্রীন	বারোমাস	বীজ বপনের ৩৮-৪০ দিনের মধ্যে	লম্বা ৬৫ সেমি	অতি উচ্চ ফলনশীল
বরবটি স্টিকলেস	বারোমাস	বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে	লম্বা ১০-১২ ইঞ্চি	গাছ খুব শক্তিশালী ও মাচা ছাড়া সহজেই ফলানো যায়
বরবটি গ্রীন পড	জানুয়ারি-মার্চ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর	বীজ বপনের ৫০ দিনের মধ্যে	লম্বা ৫০-৬০ সেমি	গাঢ় সবুজ রঙের বরবটি
বরবটি যমুনা	জানুয়ারি-মার্চ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর	চারা রোপণের ৫০ দিনের মধ্যে	লম্বা ৫৫ সেমি	বরবটি হালকা সবুজ

বীজের পরিমাণ: বরবটি চাষে প্রতি একরে প্রায় ৫ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন ও চারা রোপণ: উপযুক্ত জমিতে বরবটি বীজ বপন ও চারা রোপণ উভয়ভাবেই চাষ করা যায়। জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করে ৩ ফুট দূরত্বে একটি গাছ দিলে ফলন ভালো পাওয়া যায়। চারা করে মূল জমিতে চাষ করলে গাছ শক্তিশালী হয়ে থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা: নিয়মিত সেচ দিলে এবং আগাছা পরিষ্কার করলে রোগ বালাই কম হয়, গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সঠিক সময়ে ফলন দিয়ে থাকে। প্রয়োজনে ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যেতে পারে। গাছ লতানো শুরু করলে বাঁশের মাচা দিতে হবে। তবে বরবটি স্টিকলেসের ঝোপালো গাছ হওয়ায় মাঁচা বা খুঁটি দিতে হয় না।

সার প্রয়োগ: পাশে বর্ণিত সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	১০০ কেজি	১০০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ কেজি	১০০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৭৫ কেজি	৭৫০ গ্রাম
জিপসাম	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৫ কেজি	৫০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৫ কেজি	৫০ গ্রাম

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা
**চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

বরবটি যমুনা

বরবটি হালকা সবুজ। লম্বায় ৫৫ সেমি, বীজের রং সাদা। চারা রোপণের ৫০ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়। জানুয়ারি থেকে মার্চ এবং জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস চাষ করার উপযুক্ত সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়**	আকার
জানুয়ারি-মার্চ জুলাই-সেপ্টেম্বর	৫০ দিন	৫৫ সেমি

মূলা

(Raphanus sativus)

চাইনিজ মূলা

(Raphanus sativus var. longipinnatus)

ওলকপি

(Brassica oleracea Gongylodes Group)

মূলা সাধারণত সাদা রঙের এবং ঝাঁজালো স্বাদের হয়। সালাদ ও রান্নায় ব্যবহৃত হয়। এতে বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ উপাদান রয়েছে, যা শরীরের জন্য উপকারী।

ওলকপি একটি পুষ্টিকর সবজি। ক্যালোরিযুক্ত এতে ভিটামিন C, ফাইবার ও পটাশিয়াম রয়েছে, যা শরীরের জন্য উপকারী।

হাইব্রিড মূলা রকেট

বৃষ্টি ও গরম সহনশীল, বপনের ৩৫-৪০ দিন পর বিক্রি করা যায়, মূলা ধবধবে সাদা, লম্বায় ১২-১৪ ইঞ্চি, ওজন গরমকালে ৪০০-৫০০ গ্রাম, শীতকালে ১ কেজি, চৈত্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বীজ বপন করে আবাদ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
চৈত্র-অগ্রহায়ণ	৩৫-৪০ দিন	৪০০-১০০০

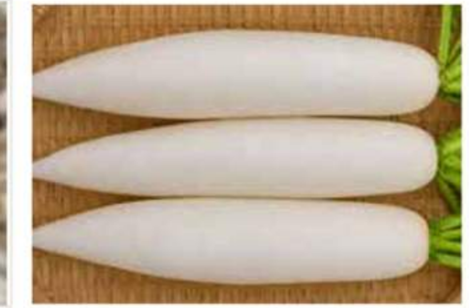

হাইব্রিড মূলা রকেট প্লাস

বৃষ্টি ও গরম সহনশীল, তাড়াতাড়ি ফসল সংগ্রহ করা যায়। বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ৩৫-৪০ সেমি লম্বা ও ৩০০-৩৫০ গ্রাম ওজনের মূলা সংগ্রহ করা যায়। শীত মৌসুমে মূলার ওজন ১ কেজির বেশি হয়, মূলায় জালি বা শাল হয় না, তাই অনেক বড়ো করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
মার্চ-অক্টোবর	৩৫-৪০ দিন	৩০০-১০০০

চাইনিজ মূলা দূর্বার

গরম ও বৃষ্টি সহনশীল জাত, খুব তাড়াতাড়ি মূলা জন্মায়, বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ধবধবে সাদা রঙের ৩০-৩৫ সেমি লম্বা ও ২০০-৫০০ গ্রাম ওজনের মূলা সংগ্রহ করা যায়। মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত চাষের জন্য উপযুক্ত সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
মার্চ-অক্টোবর	৩৫-৪০ দিন	২০০-৫০০

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	পরিপক্বতা*	ওজন	মন্তব্য
হাইব্রিড মূলা রকেট	চৈত্র-অগ্রহায়ণ বপনের সময়	৩৫-৪০ দিন পর	৪০০-৫০০ গ্রাম (গরমকাল), ১০০০ গ্রাম (শীতকাল)	বৃষ্টি ও গরম সহনশীল, মূলা ধবধবে সাদা
হাইব্রিড মূলা রকেট প্লাস	মার্চ-অক্টোবর বপনের সময়	৩৫-৪০ দিনের মধ্যে	৩০০-৩৫০ গ্রাম (গরমকাল), ১০০০ গ্রাম (শীতকাল)	বৃষ্টি ও গরম সহনশীল, তাড়াতাড়ি ফসল সংগ্রহ করা যায়
চাইনিজ মূলা দূর্বার	মার্চ-অক্টোবর চাষের সময়	৩৫-৪০ দিনের মধ্যে	২০০-৩০০ গ্রাম (গরমকাল), ৫০০ গ্রাম (শীতকাল)	গরম ও বৃষ্টি সহনশীল জাত, খুব তাড়াতাড়ি মূলা জন্মায়
হাইব্রিড ওলকপি র‍্যাপিড	আশ্বিন-পৌষ বপনের সময়	৪০ দিন পর	২০০-২৫০ গ্রাম	দ্রুত ফলে

হাইব্রিড ওলকপি র‍্যাপিড

দ্রুত ফলে, বীজ বপনের ৪০ দিন পর থেকে বিক্রি শুরু করা যায়। ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম। আশ্বিন থেকে পৌষ বীজ বপনের উপযোগী সময়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন (গ্রাম)
আশ্বিন-পৌষ	৪০ দিন	২০০-২৫০

বীজের পরিমাণ: প্রতি একরে মূলার জন্য প্রায় ১ কেজি বীজ প্রয়োজন হয় এবং ওলকপির জন্য প্রায় ২৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন ও চারা রোপণ: মূলার জন্য ২ ফুট দূরত্বে সারি তৈরি করে এবং প্রতি ১০–১২ ইঞ্চি পরপর একটি করে গাছ রাখতে হবে। ওলকপির জন্য ২ ফুট দূরত্বে সারি করে এবং ১.৫ ফুট দূরত্বে ২০–২৫ দিন বয়সি চারা রোপণ করতে হবে।

সার প্রয়োগ: টেবিলে বর্ণিত সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে মাটি পরীক্ষা করে মাটির চাহিদা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা উত্তম।

সার	প্রতি একরে	প্রতি শতাংশে
গোবর বা আবর্জনা সার	প্রচুর পরিমাণ	প্রচুর পরিমাণ
ইউরিয়া	৮০ কেজি	৮০০ গ্রাম
টিএসপি	৬০ কেজি	৬০০ গ্রাম
এমপি (পটাশ)	৭০ কেজি	৭০০ গ্রাম
জিপসাম	৫০ কেজি	৫০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪ কেজি	৪০ গ্রাম
সোহাগা (বোরাক্স)	৪ কেজি	৪০ গ্রাম

ইউরিয়া ও এমপি সার চারা গজানো বা রোপণের পর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। গোবর বা কম্পোস্টসহ অন্যান্য সার জমি চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

*বীজ বপনের পর পরিপক্বতা

অন্যান্য সবজি, ফল ও ফুল

সুইট কর্ন, পেঁপে, গাঁদা ফুল, ঢেঁড়স, গাজর, লেটুস, বাটিশাক

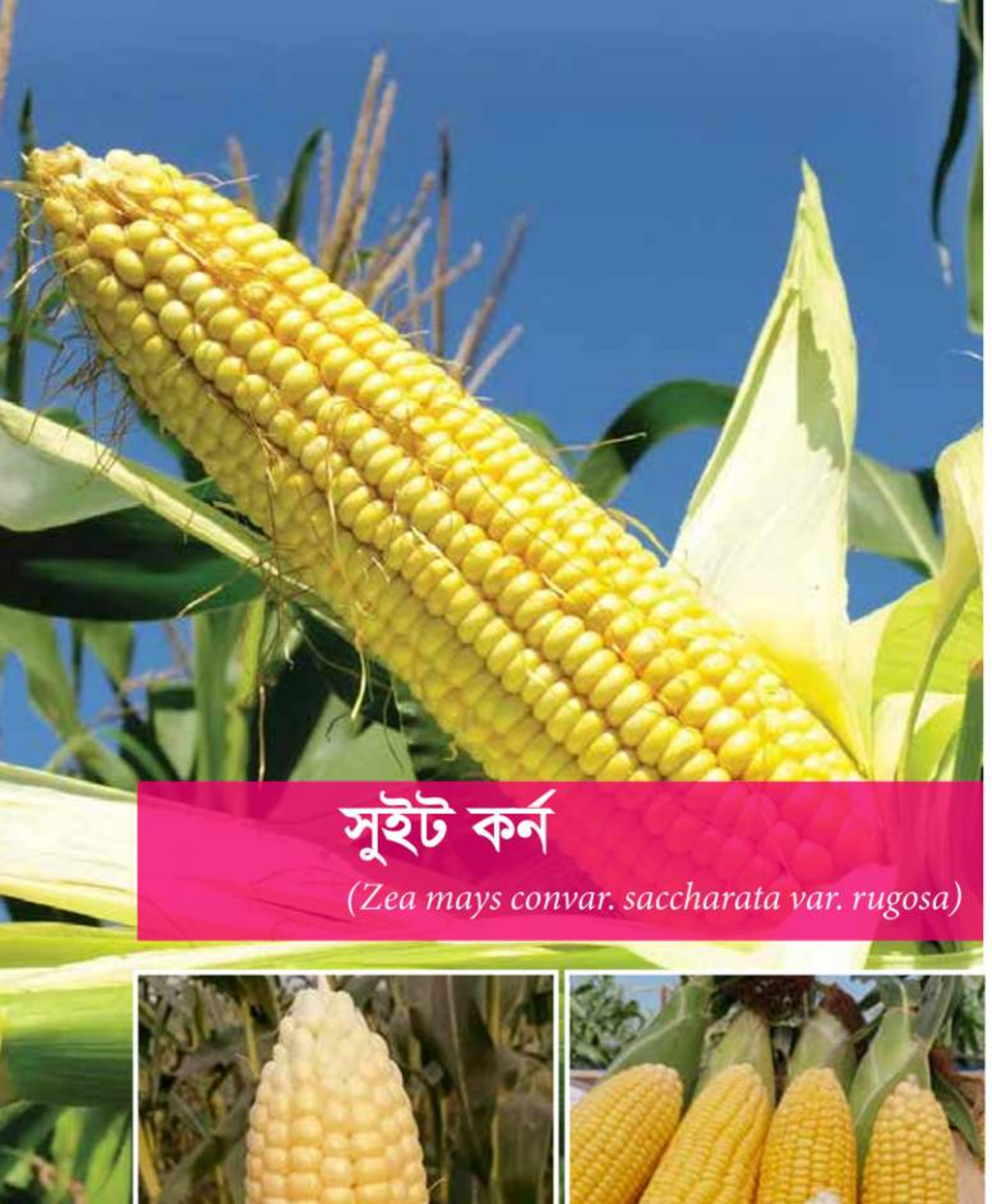

সুইট কর্ন

(Zea mays convar. saccharata var. rugosa)

হাইব্রিড সুইট কর্ন টপ সুইট

চিকন ও গাঢ় সবুজ রঙের পাতা, নর্থান কর্ন লিফ ব্লাইট ও মরিচা রোগ-প্রতিরোধী জাত, বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়। নিচের অংশ থেকে ৯৫ সেমি উচ্চতা পর্যন্ত কর্ন ধরতে সক্ষম। সুন্দর টিপ ও দীর্ঘজীবী, দৈর্ঘ্য ২০ সেমি, ওজন ৩৫০ গ্রাম, অতি সুমিষ্ট, মিষ্টতা ১৪%।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	আকার
বারোমাস	৭০-৭৫ দিন	২০ সেমি

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

হাইব্রিড সুইট কর্ন ড্রীম সুইট-৩

নিচের দিক থেকেই কর্ন ধরা শুরু করে। সিলিন্ডার আকৃতির, কর্নের আকার ৫.২ x ২০ সেমি। উচ্চতায় কর্ন ধারণ করতে সক্ষম। নর্থান কর্ন লিফ বাইট ও মরিচা রোগ-প্রতিরোধী জাত, মিষ্টতা ১৪-১৫%, সারা বছর চাষ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	আকার
বারোমাস	৭০-৭৫ দিন	২০ সেমি

**চারা রোপণের পর পরিপক্কতা

পেঁপে

(Carica papaya)

পেঁপে থাই রেড ফ্লেশ

গাছের গোড়া থেকে ফলন শুরু হয়, ঋতুভেদে চারা রোপণের ৯০-১২০ দিনের মধ্যে কাঁচা ফল সংগ্রহ করা যায়। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় খুব ভালো ফলন পাওয়া যায়। পাকা পেঁপে ভেতরের অংশ লাল ও সুমিষ্ট, রোগবালাই সহনশীল, দীর্ঘদিন ফলন পাওয়া যায়। কিছু গাছে পুরুষ ফুল দেখা গেলেও পরবর্তীতে তা ফলে রূপ নেয় এবং এমন বৈশিষ্ট্যের জন্য খামারের অন্য গাছের ফলন বৃদ্ধি পায়, পেঁপে পরিপুষ্ট এবং আকারে বড়ো হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়**	ওজন
বারোমাস	৯০-১২০ দিন	৩-৫ কেজি

গাঁদা ফুল

(Tagetes erecta)

হাইব্রিড গাঁদা ফুল লাভলী প্রিন্সেস গোল্ড

বারোমাসি, তবে আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চাষের জন্য আদর্শ সময়, বীজ বপন বা চারা রোপণের ৩৫ দিনের মধ্যে কলি আসে এবং ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ফুল সংগ্রহ করা যায়। গাছ খুবই শক্তিশালী, অনেক শাখা-প্রশাখা হয় এবং প্রচুর ফুল ধরে। কমলা রঙের বড়ো আকারের ঘন ও লম্বা পাপড়িযুক্ত ফুল হয়, দীর্ঘদিন ফুল টিকে থাকে।

চাষের সময়	ফুল সংগ্রহ	রঙ
বারোমাস	৪০-৪৫ দিন	কমলা

হাইব্রিড গাঁদা ফুল হানী গোল্ড

আশ্বিন থেকে ফাল্গুন মাস এটি চাষের উপযুক্ত সময়। তবে এটি বারোমাস চাষ করা যায়। গাছের আকার লম্বা হয়। প্রতিটি গাছে ৪০-৪৫টি ফুল ফোটে। ফুলের রং হলুদ বর্ণের। বপন ও রোপণের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই ফুল সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়	রঙ
বারোমাস	৪০-৪৫ দিন	হলুদ

ঢেঁড়স

(Abelmoschus esculentus)

হাইব্রিড ঢেঁড়স গ্রীন

ফাল্গুন থেকে কার্তিক মাস এটি চাষ করা যায়। এটি বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ফল উঠানো যায়। গাছ ৪-৬ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। ফলের আকার ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	আকার
ফাল্গুন-কার্তিক	৩৫-৪০ দিন	৪-৬ ইঞ্চি

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

হাইব্রিড ঢেঁড়স অপূর্ব

ফাল্গুন-বৈশাখ মাস বপন করার আদর্শ সময়। বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ফল উঠানো যায়। ফল ৪-৫ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। গিঁটে গিঁটে ফল আসে, সবুজ। গাছের উচ্চতা ৫ ফুট পর্যন্ত হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	আকার
ফাল্গুন-বৈশাখ	৩৫-৪০ দিন	৪-৫ ইঞ্চি

গাজর

(Daucus carota subsp. sativus)

হাইব্রিড গাজর ইয়লো রকেট

সুন্দর ও আকর্ষণীয় আকৃতির গাঢ় কমলা রঙের গাজর। ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম, ১৮-২০ সেমি লম্বা এবং ৫ সেমি ব্যাসের হয়। বীজ বপনের ১১৫ দিন পর গাজর সংগ্রহ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	ওজন
সেপ্টেম্বর-জানুয়ারি	১১৫ দিন	২০০-৩০০ গ্রাম

লেটুস

(Lactuca sativa)

লেটুস গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস

ছড়ানো পাতার সবুজ রঙের লেটুস, বপনের ৩০ দিনের মধ্যে লেটুস সংগ্রহ করা যায়, সব লেটুসের আকৃতি একই রকম হয়, সারা বছর চাষ করা যায়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	রং
বারোমাস	৩০ দিন	সবুজ

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

বাটিশাক

(Brassica rapa subsp. chinensis)

হাইব্রিড বাটিশাক ভায়োলেট কুইন

সারা বছর চাষ করা যায়। এটি সালাদ ও স্থানীয় শাক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পাতা মাঝারি প্রশস্ত। প্রতি গাছে ১০-১২টি পাতা থাকে। গ্রীষ্মকালে পাতা হালকা বেগুনি বর্ণের হয়ে থাকে এবং শীতকালে গাঢ় বেগুনি বর্ণের হয়ে থাকে, পাতার দৈর্ঘ্য ১২-১৫ সেমি হলে তা খাওয়ার উপযোগী হয়।

চাষের সময়	ফলনের সময়*	পাতার দৈর্ঘ্য
বারোমাস	৪৫ দিন	১২-১৫ সেমি

*বীজ বপনের পর পরিপক্কতা

বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April

জাত	রোপণ/ বপনের সময়
হাইব্রিড মরিচ হট স্টার	বারোমাস
হাইব্রিড মরিচ বালিজুরী	বারোমাস
হাইব্রিড মরিচ বেঙ্গল হট	বারোমাস
হাইব্রিড মরিচ বিন্দু	বর্ষাকাল
হাইব্রিড মরিচ মোহনা	বারোমাস
হাইব্রিড মরিচ মোহনা-২	বারোমাস, তবে শীতকালের জন্য উত্তম
হাইব্রিড মরিচ সাইয়াম হট	বারোমাস, তবে গরম ও বর্ষাকালের জন্য উত্তম
হাইব্রিড মরিচ থাই হট	বারোমাস, তবে গরমকালের জন্য উত্তম
হাইব্রিড ক্যাপসিকাম গ্রীন বেল	শীতকাল
হাইব্রিড টমেটো বিউটিফুল	বারোমাস
হাইব্রিড টমেটো বিউটিফুল-২	বারোমাস
হাইব্রিড টমেটো সুমো	নভেম্বর মাসে বীজ বপন করা চাষের জন্য উত্তম
হাইব্রিড টমেটো ওয়ান্ডারফুল প্লাস	আগস্ট-নভেম্বর
হাইব্রিড টমেটো রূপসী প্লাস	আগস্ট-অক্টোবর
হাইব্রিড টমেটো গোল্ডেন চেরী	আগস্ট-অক্টোবর
হাইব্রিড টমেটো প্রফিট আর্লী	মে-আগস্ট
হাইব্রিড টমেটো রেড চেরী	আগস্ট-অক্টোবর
হাইব্রিড টমেটো রেড কিং	গ্রীষ্মকাল
হাইব্রিড টমেটো লাভলী	আগস্ট-অক্টোবর
হাইব্রিড টমেটো রেড বিউটি-১	গ্রীষ্মকাল
হাইব্রিড টমেটো সুপার	জুলাই-অক্টোবর
হাইব্রিড টমেটো সুপার প্লাস	আগস্ট-নভেম্বর
হাইব্রিড বেগুন চমক	বারোমাস, তবে জুলাই-অক্টোবরের জন্য উত্তম
হাইব্রিড বেগুন লং ব্ল্যাক	বারোমাস
হাইব্রিড বেগুন গ্রীন সুপার	বারোমাস
হাইব্রিড বেগুন রংধনু	বারোমাস
হাইব্রিড বেগুন স্মার্ট	বারোমাস
হাইব্রিড বেগুন টেষ্টি	বারোমাস
হাইব্রিড শসা অলরাউন্ডার	বারোমাস
হাইব্রিড শসা অলরাউন্ডার-২	বারোমাস
হাইব্রিড শসা বিগ গ্রীন	বারোমাস, তবে শীত ও বসন্তকালের জন্য উত্তম
হাইব্রিড শসা ফ্যান্টাসী-১	ফাল্গুন-কার্তিক বীজ বপনের সময়
হাইব্রিড শসা ফ্যান্টাসী-২	ফাল্গুন-কার্তিক বীজ বপনের সময়
হাইবিড শসা ফরচুন-১	ফাল্গুন-কার্তিক বীজ বপনের সময়

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April
হাইব্রিড শসা নাইস গ্রীন	ফাল্গুন-কার্তিক বীজ বপণের সময়													
হাইব্রিড খিরা শতাব্দী	বারোমাস													
হাইব্রিড খিরা শতাব্দী-২	বারোমাস													
হাইব্রিড শসা ওয়ান্ডার গ্রীণ	শীত ও বসন্তকালের জন্য উত্তম													
হাইব্রিড শসা ফ্যান্টাসী গ্রীন	ফেব্রুয়ারী-অক্টোবর চাষের সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি এমবাসেডর	ফাল্গুন-মধ্য আশ্বিন, কার্তিকের ১০ রোপণের শেষ সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি ইলোরা	ভাদ্র-আশ্বিন বপনের সময়, কার্তিকের ২৫ রোপণের শেষ সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি এমপেরর	ফাল্গুন-শ্রাবণ বপনের সময়, ভাদ্র রোপণের শেষ সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি হোয়াইট স্টোন	ভাদ্র-কার্তিক বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি মোনালিসা	ভাদ্র-আশ্বিন বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি জিলিয়ন প্লাস	শ্রাবণ-আশ্বিন বপনের সময়, কার্তিক রোপণ শেষ সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি হোয়াইট ডায়মন্ড প্লাস	শ্রাবণ-আশ্বিন বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি রুপবান	ভাদ্র-কার্তিক বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি সুদর্শন	শ্রাবণ-আশ্বিন বপনের সময়, কার্তিক রোপণের শেষ সময়													
হাইব্রিড ফুলকপি সুন্দরী	শ্রাবণ-আশ্বিন বপনের সময়, কার্তিক রোপণের শেষ সময়													
হাইব্রিড বাঁধাকপি বিগসান	ভাদ্র-অগ্রহায়ণ বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড বাঁধাকপি আলি	ভাদ্র-আশ্বিন বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড বাঁধাকপি গ্রীন চ্যাম্পিয়ন	ভাদ্র-পৌষ বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড বাঁধাকপি গ্রীন ডায়মন্ড	ভাদ্র-পৌষ বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড বাঁধাকপি গ্রীন ডায়মন্ড প্লাস	আগস্ট-ডিসেম্বর বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড বাঁধাকপি সুপার ট্রপিক	ফাল্গুন-ভাদ্র বপনের সময়, আশ্বিন রোপণের শেষ সময়													
হাইব্রিড বাঁধাকপি সুপার ট্রপিক প্লাস	বারোমাস, তবে গ্রীষ্মকালের জন্য উত্তম	*	* *	*										
হাইব্রিড বাঁধাকপি এক্সপ্রেস গ্রীন	শীতকাল													
হাইব্রিড বাঁধাকপি ট্রপিক গ্রীন	বারোমাস, তবে গ্রীষ্মকালের জন্য উত্তম	*	* *	*										
হাইব্রিড লাল বাঁধাকপি রুবী	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড চাইনিজ ক্যাবেজ জুডো	জুলাই-আগস্ট													
হাইব্রিড ব্রোকলি হাই গ্রিন	আগস্ট-নভেম্বর বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ব্রোকলি সুইট গ্রীন	আগস্ট-নভেম্বর বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ব্রোকলি রয়েল গ্রিন	আগস্ট-নভেম্বর বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ব্রোকলি টপ গ্রিন	নভেম্বর-ডিসেম্বর বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড তরমুজ বেঙ্গল টাইগার প্লাস	বারোমাস													
হাইব্রিড তরমুজ সুইট ব্ল্যাক	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর													
হাইব্রিড তরমুজ সুইট ব্ল্যাক-২	বারোমাস													

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April
হাইব্রিড তরমুজ কর্ণঝোরা	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর													
হাইব্রিড তরমুজ মোর	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর													
হাইব্রিড তরমুজ এশিয়ান-২	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর													
হাইব্রিড তরমুজ সনিয়া	বারোমাস													
হাইব্রিড তরমুজ কানিয়া	বারোমাস													
হাইব্রিড তরমুজ মুনিয়া	বারোমাস													
হাইব্রিড তরমুজ সুইট ইয়েলো	বারোমাস													
হাইব্রিড মেলন এ্যাকশন	বারোমাস													
হাইব্রিড মেলন এ্যারমা সুইট	বারোমাস													
হাইব্রিড মেলন রিয়া রাউন্ড	বারোমাস													
হাইব্রিড মেলন রিয়া	বারোমাস													
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ব্যাংকক প্লাস	বারোমাস													
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ব্যাংকক-১	ভাদ্র-মাঘ বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া ব্যাংকক-২	ভাদ্র-মাঘ বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া বেঙ্গল সুইট-১	বারোমাস													
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া বেঙ্গল সুইট-২	বারোমাস													
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া শান্তি	বারোমাস, তবে আগস্ট-জানুয়ারির জন্য উত্তম													
হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া স্মলসুইট	ভাদ্র-মাঘ বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড চিচিঙ্গা ব্ল্যাকষ্টিক	জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর চাষের জন্য সময়													
হাইব্রিড চিচিঙ্গা বাম্পার	জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর চাষের জন্য সময়													
হাইব্রিড চিচিঙ্গা ধবল	বারোমাস, তবে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরের জন্য উত্তম													
হাইব্রিড চিচিঙ্গা রোহিনী	জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর চাষের জন্য সময়													
হাইব্রিড চিচিঙ্গা রানার	জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর চাষের জন্য সময়													
বরবটি বারোমাসী গ্রীন	বারোমাস													
বরবটি স্টিকলেস	বারোমাস													
বরবটি গ্রীন পড	জানুয়ারি-মার্চ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর চাষের সময়													
বরবটি যমুনা	জানুয়ারি-মার্চ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর চাষের সময়													
হাইব্রিড চালকুমড়া অল গ্রীন	বারোমাস													
হাইব্রিড চালকুমড়া গ্রীন গোল্ড	বারোমাস													
হাইব্রিড চালকুমড়া থাই এক্সপ্রেস	বারোমাস													

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April
হাইব্রিড লাউ জামালী	বারোমাস													
হাইব্রিড লাউ ঝিনাই	বারোমাস													
হাইব্রিড লাউ কঁচি	বারোমাস													
হাইব্রিড লাউ প্রলিফিক	বারোমাস													
হাইব্রিড করলা জাম্বো প্লাস	বারোমাস													
হাইব্রিড করলা জাম্বো	বারোমাস													
হাইব্রিড করলা জাম্বো-২	বারোমাস													
হাইব্রিড উচ্ছে করলা ম্যাক্সি	বারোমাস													
হাইব্রিড করলা (উচ্ছে) মিনি	বারোমাস													
হাইব্রিড করলা চট্টলা	বারোমাস													
হাইব্রিড করলা গুডবয়	বারোমাস													
হাইব্রিড করলা হাজারী-১	বারোমাস													
হাইব্রিড করলা ইউরেকা	বারোমাস													
হাইব্রিড করলা লিবার্টি	বারোমাস													
হাইব্রিড ঝিঙা বাউন্ডারী	জানুয়ারি-মার্চ ও আগস্ট-অক্টোবর বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ঝিঙা নিলিমা	মধ্য জানুয়ারি-মার্চ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর চাষের সময়													
হাইব্রিড ঝিঙা সংক্রান	জানুয়ারি-অক্টোবর বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ধুন্দল সর্ট ডিলাইট	মাঘ-আশ্বিন বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ধুন্দল কর্ণফুলী	মাঘ-আশ্বিন বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ধুন্দল মিয়ান	মাঘ-আশ্বিন বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড ধুন্দল হোয়াইট ডিলাইট	মাঘ-আশ্বিন বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড মূলা রকেট	চৈত্র-অগ্রহায়ণ বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড মূলা রকেট প্লাস	মার্চ-অক্টোবর বীজ বপনের সময়													
চাইনিজ মূলা দূর্বার	মার্চ-অক্টোবর চাষের সময়													
হাইব্রিড ওলকপি র‍্যাপিড	আশ্বিন-পৌষ বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড সুইট কর্ন ড্রীম সুইট-৩	বারোমাস													
হাইব্রিড সুইট কর্ন টপ সুইট	বারোমাস													
পেঁপে থাই রেড ফ্রেশ	বারোমাস													
হাইব্রিড গাঁদা ফুল হানী গোল্ড	বারোমাস, তবে আশ্বিন-ফাল্গুনের জন্য উত্তম													
হাইব্রিড গাঁদা ফুল লাভলী প্রিন্সেস গোল্ড	বারোমাস, তবে আশ্বিন-ফাল্গুনের জন্য উত্তম													

জাত	রোপণ/ বপনের সময়	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
		April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April
হাইব্রিড ঢেঁড়স গ্রীন	ফাল্গুন-কার্তিক চাষের সময়													
হাইব্রিড ঢেঁড়স অপূর্ব	ফাল্গুন-বৈশাখ বীজ বপনের সময়													
হাইব্রিড গাজর ইয়লো রকেট	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারি													
লেটুস গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস	বারোমাস													
হাইব্রিড বাটিশাক ভায়োলেট কুইন	বারোমাস													